বড় সাহেব

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বড় সাহেব

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

BARA SAHEB
A Collection of Bengali Short Stories
by SIRSHENDU MUKHOPADHAYA
Published by Subhas Chandra Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Rs. 30.00

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৯৯, এপ্রিল ১৯৯২
তৃতীয় সংস্করণ : বৈশাখ ১৪০৮, এপ্রিল ২০০১

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : রঞ্জন দত্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দাম : ৩০ টাকা

ISBN-81-7079-125-1

প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং : লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বড় সাহেব

বড় সাহেব

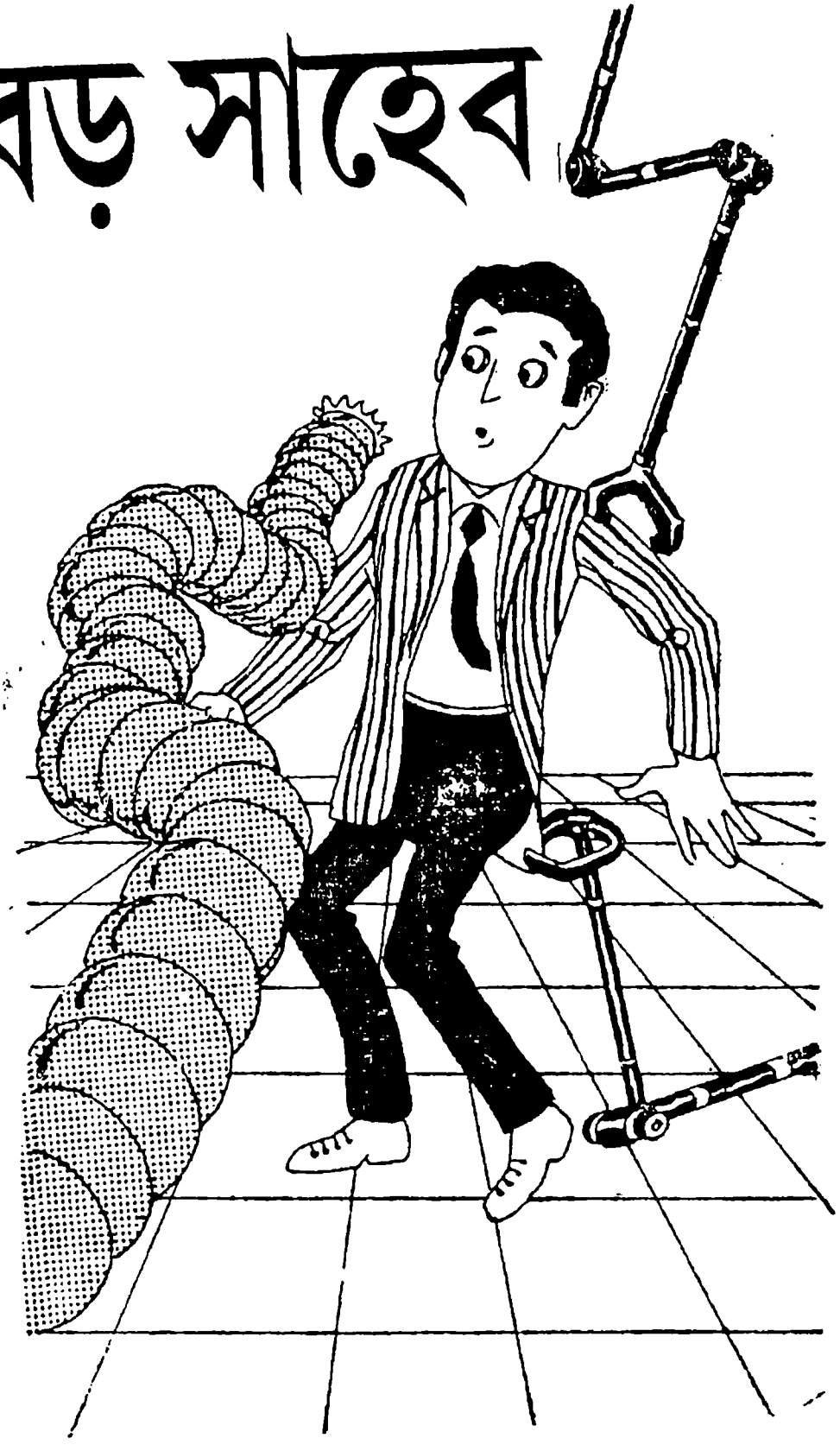

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

বড় সাহেব ডেকেছেন। নয়নচাঁদ বড় দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। বড় সাহেব বড় একটা কাউকে ডাকেন না। যাকে ডাকেন তার দুশ্চিন্তার কারণও থাকে। তিনটে তেইশ মিনিট আঠারো সেকেণ্ডে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট, একটুও এদিক ওদিক হওয়ার উপায় নেই। এখন সাড়ে তিনটে বাজতে আর মিনিট পাঁচেক বাকি আছে। নয়নচাঁদ তার হাতের কাজকর্ম সব দ্রুত হাতে গুছিয়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় আঁতকে উঠল সে। সকালে একটা পান খেয়েছিল, সেই পান এখনো গালে? হয়ে গ্যাছে! সর্বনাশ! বড় সাহেব পান খাওয়া একদম পছন্দ করেন না।

নয়নচাঁদ বাথরুমে গিয়ে পান ফেলে মুখ ধুল, তারপর নিজের চেহারাটা আয়নায় ভাল করে দেখে নিল। চেহারাটা তার মোটের ওপর খারাপ নয়, সে বেশ লম্বা, স্বাস্থ্য ভাল, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম, সে আজ ভাল করে দাঁত মেজেছে। আর তার পোশাকটাও মোটের ওপর খারাপ নয়।

নয়নচাঁদ দুর্গানাম স্মরণ করে বড় সাহেবের ঘরের দিকে রওনা হল। সেই চাকরির ইণ্টারভিউয়ের সময় বড় সাহেবের সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয় চাকরির চার বছর বাদে এই দ্বিতীয়বার, বুকটা বড় থরথর করছে। কোথায় যেন গণ্ডগোল করে ফেলেছে কাজে কে জানে!

লম্বা করিডোর তবে হাঁটতে হয় না। করিডোর নিজেই চলে, শুধু দাঁড়িয়ে থাকলেই হল। করিডোর এঁকেবেঁকে ওপরে উঠে এবং নিচে নেমে অবশেষে আকাশঘরের দিকে চলতে লাগল।

আকাশঘরে সাওয়ার করিডোরটি ভারি মজার। চারদিক দারুণ কাচে মোড়া, যেদিকে তাকাও আকাশ, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব

দেখা যায়। আর উঁচুটাও কম নয়, লোকমুখে নয়ন শুনেছে আকাশঘরের উচ্চতা দেড় হাজার ফুটের কাছাকাছি। ভাসমান আকাশঘর আসলে অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি টেকনোলজির এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আকাশঘরের প্রবেশপথে তাকে উগরে দিল চলমান করিডোর। নয়নচাঁদ দুর্গানাম জপ করেই যাচ্ছে। এবার কপালে একবার হাত ঠেকিয়ে চেকিং রুমে ঢুকল।

ঢুকতেই একটা মস্ত স্টেথোস্কোপের মতো নল এগিয়ে এসে তার শরীরটা শুঁকে দেখল, কতগুলো যান্ত্রিক হাত এসে তার সাধ্যমত তল্লাসী করল। তারপর একটা যান্ত্রিক গলা বলল, এগিয়ে যান চেম্বার বাইশ।

ঘরের মধ্যে কতকগুলো ছোটো ছোটো বুথ, বসবার বন্দোবস্ত আছে। এখানেই অপেক্ষা করতে হয়। ঠিক সময়ে বুথের দরজা খুলে যাবে তখন বড় সাহেবের ঘরে ঢুকতে গিয়ে নয়নচাঁদ ঘড়ি দেখল, আর এক মিনিট আঠারো সেকেণ্ড বাকি। মন থেকে যাবতীয় আজে-বাজে চিন্তা ফেলে তাকে সজাগ করে তুলবার চেষ্টা করতে লাগল নয়নচাঁদ।

বুথের সামনের দরজা পর্যন্ত যেতেই বড় সাহেবের ঘরের বিশাল দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল।

নয়নচাঁদ দুরু দুরু বক্ষে ভিতরে ঢুকে পড়তেই পিছনের দরজা এঁটে বন্ধ হয়ে গেল।

BanglaBook.org

সুপ্রভাত নয়নচাঁদ।

সুপ্রভাত বড়সাহেব।

বোসো নয়নচাঁদ।

কোনও চেয়ার নেই। কিন্তু বসতেই দিব্যি বসা গেল শূন্যেই। এই টেকনোলজি নয়নচাঁদের জানা নেই।

শুধু চেয়ারে নয়, বড়সাহেবের ঘরে কোথাও আসবাব নেই। টেবিল চেয়ার, ওয়াল ক্যাবিনেট, তাক ময়লা ফেলার ঝুড়ি কিচ্ছু নয়।

চারদিকে কাচের দেওয়াল, মেঝে অবধি কাচের। ওপর নিচ চা সবসময়ে দেখা যাচ্ছে। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে রোদ।

বড় সাহেবের দিকে তাকিয়ে কথা বলার উপায় নেই। কারণ বড় সাহেব সামনে নেই, পেছনে নেই, ওপরে নেই, নিচে নেই। ঘর সম্পূর্ণ ফাঁকা। তবু এর মধ্যেই বড় সাহেব আছেন এবং নয়নচাঁদকে লক্ষ্য করছেন।

নয়নচাঁদ, তোমার হার্ট-বিট একশোর ওপর। তোমার বউ মাধুরীর বয়স ছাব্বিশ বছর সাত মাস তেরো দিন। তোমার ছেলে থ্রি থেকে ফোর-এ উঠবার পরীক্ষায় অঙ্কে পেয়েছে বাইশ···

নয়নচাঁদ চমকে চমকে উঠছিল। বড় সাহেব আরও অনেক কিছু গড় গড় করে বলে যেতে লাগলেন। এমন কি নয়নচাঁদ যে একটু আগে মুখের পান ফেলে মুখ ধুয়ে এসেছে তাও।

নয়নচাঁদের বুক কাঁপতে লাগল।

তার বিবরণ দেওয়ার পর বড় সাহেব বললেন, ঠিক কথাই তো নয়নচাঁদ?

আজ্ঞে, সবই ঠিক আছে।

এবার তোমাকে যে কথাটি বলার জন্য ডেকেছি তা বলছি। তোমাকে আমরা বদলী করতে চাই।

নয়নচাঁদ আঁতকে উঠে বলে, বদলী?

হ্যাঁ। চাঁদে তোমার কাজ দেখে আমি খুব খুশি। চাঁদের অনেক উন্নতির মূলে তোমার বিস্তর অবদান রয়েছে। বিশেষ করে ছত্রাক চাষের জায়গাটা সিনক্রোনাইজ করা ও স্ক্রিনিং-এর কাজ খুবই ভাল হয়েছে। এই কারণেই তোমাকে আমরা বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র পাঠাতে চাই।

কোথায়?

একটু দূরে কোথাও। এখনও ঠিক করা হয়নি। যথাসময়ে খবর পাবে। এখন তুমি আসতে পারো।

নয়নচাঁদ নিজের ঘরে ফিরে এল। মনটা খারাপ। কোথায় যে বদলী

BanglaBook.org

করবে কে জানে!

ছুটির পর অফিস থেকে বেরোনোর সময় কালীদার সঙ্গে দেখা। প্রবীণ লোক। খবর টবর রাখেন।

কালীদা, আজ বড় সাহেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

তাই নাকি? ওরে বাবা! তা কি কথা হল?

বদলী করতে চাইছেন।

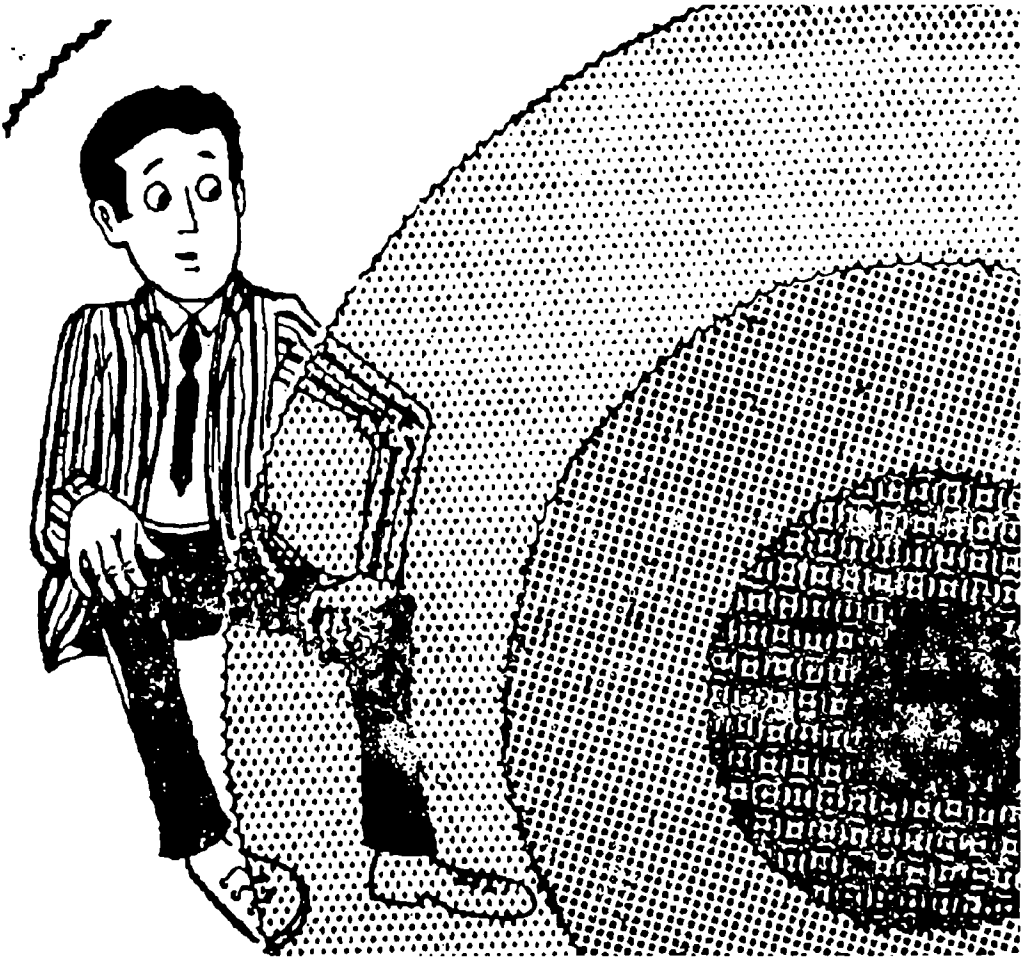

কালীদা একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, তা ভালই তো। এতো ভাল খবর হে! খাওয়াও আমাদের।

খবরটা আপনার ভাল বলে মনে হচ্ছে?

ভাল নয়! বলো কী হে! চাঁদে আমার সাতটি বছর কেটেছে। প্রথম যখন পৃথিবী থেকে এখানে বদলী করে পাঠান তখন সবে আবহমণ্ডল তৈরি হয়েছে। মাধ্যাকর্ষণ বাড়িয়ে পৃথিবীর কাছাকাছি করা হয়েছে। জলবায়ু ভাল ছিল, লোকজন বিশেষ ছিল না, জিনিসপত্র ছিল সস্তা আর অঢেল। আর এখন! পথে ঘাটে ভিড়, জল সরবরাহ যাচ্ছেতাই, বাতাসে ধুলো। আর জিনিস-পত্রের কী দাম হয়েছে বল তো! আরও ঘেন্নার কথা চাঁদেও আজকাল মশা মাছি হয়েছে, ছারপোকা হয়েছে, আমাশা আর জণ্ডিস দেখা দিয়েছে। বদলী হয়ে বেঁচে গেলে ভায়া।

নয়নচাঁদ ঠিক একমত হতে পারল না। একথা ঠিক চাঁদ আর আগের মতো নেই। তা বলে ততটা খারাপ নয়। এখনও চাঁদ নয়নের বড় প্রিয় জায়গা। তার ছেলে প্রিয়ব্রত এই চাঁদেই জন্মেছে।

বাইরে এসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল নয়নচাঁদ। ওই তো চাঁদের আলো আকাশ। আবহমণ্ডল তৈরি হলেও এখনও চাঁদের আকাশ পুরোপুরি নীল হয়নি। তবে ফিকে লালচে একটা ভাব এসেছে। তাতে নানা রঙের ফোঁটা ফোঁটা মেঘখণ্ড ভাসছে। এইসব মেঘখণ্ড সৃষ্টি করতে বৈজ্ঞানিকদের বিস্তর মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে। কিন্তু তার ফলটা হয়েছে মারাত্মক সুন্দর। চাঁদে এখন মোটামুটি ভালই গাছপালা জন্মায়। চাঁদের মোট চল্লিশটা শহরে বেশ বড় বড় পার্ক আছে, ঘাস জমি আছে। এমনকি বন্যজন্তুও কিছু কিছু ছাড়া হয়েছে। অরণ্য সৃষ্টির চেষ্টাও হচ্ছে।

এই পার্কটার নাম নিউ ইণ্ডিয়া। চমৎকার শহর, বড় বড় রাস্তা, ভাল ভাল দোকানপাট, বাজার সব আছে। চাঁদ খুব প্রিয় জায়গা নয়নের। এ জায়গা ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে। কিন্তু বড়সাহেবের সিদ্ধান্ত তো না মেনে উপায় নেই।

বাড়ি এসে সে খবরটা তার বউকে দিল, বুঝলে, এবার চাঁদের পাট গোটাতে হচ্ছে। বড় সাহেবের অর্ডার।

BanglaBook.org

কেবল বড় সাহেব আর বড় সাহেব, কে এই বড় সাহেব?

আছে।

লোক কেমন?

বলা মুশকিল, বলে মাথা চুলকোতে থাকে নয়ন।

নয়নের বাড়িটা কাচতন্তুর তৈরি। তবে স্বচ্ছ নয়। চমৎকার সব ব্যবস্থা রয়েছে। সামনের বারান্দায় বসলে অনেক বড় একটা ধূসর প্রান্তর দেখা যায়, প্রান্তরের পরই এভারেস্টের চেয়েও উঁচু একটা পাহাড়। সেই পাহাড়ের মাথায় লাল গোলাপের মাথার মতো একটা মেঘ লটকে আছে। হালুয়া খেতে খেতে সেদিকে অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে থাকে নয়ন, মনটা খারাপ।

মাধুরী এসে জিজ্ঞেস করল, কোথায় বদলী করছে তোমাকে?

তা বলতে পারছি না।

শুনেছি নেপচুনে নাকি খুব ভাল বেনারসী শাড়ি তৈরি হয়। ওখানকার জরি তুলনাহীন। ওই লাহিড়ী গিন্নি একটা আনিয়েছে। সত্যিই সুন্দর। তাছাড়া ওখানে নাকি চাঁদের মতো অসুখ-বিসুখও নেই। বারোমাস টাটকা সবজী পাওয়া যায় সবরকম। আর ওখানে একটা দারুণ আন্ডারগ্রাউন্ড মার্কেট আছে। ওখানে বদলী করলে বেশ হয়।

ও বাবা, নেপচুন অনেক দূর।

দূরের কি? ক ঘণ্টাই বা লাগবে বাবা? হুস করে চলে যাবো।

না, মানে চাঁদটা আমার ভাল লাগত।

শোনো, বড় সাহেবকে বলো না তোমাকে যাতে নেপচুন-এ বদলী করে।

আমার কথায় তো হবে না। বড় সাহেব যা বলবেন তাই হবে।

অত ভীতু কেন তুমি? ঠিক আছে, আমি নিজে বড় সাহেবের কাছে যাবো।

ওরে বাবা।

BanglaBook.org

কেন ভয় পাচ্ছো কেন? বড় সাহেব কি মারাত্মক কিছু?

খুবই সাংঘাতিক।

কিরকম বলো তো।

ইয়ে মানে—

খুব বিরাট চেহারা? দারুণ ব্যক্তিত্ব?

না। চেহারাই নেই।

তার মানে?

বড় সাহেবকে দেখাও যায় না। ঘর ফাঁকা।

বিস্মিত মাধুরী বলে, তাহলে বড় সাহেব কে?

ইয়ে—কেউ না!

তাহলে?

তাহলেও বড় সাহেব বড় সাহেবই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

লোকটা

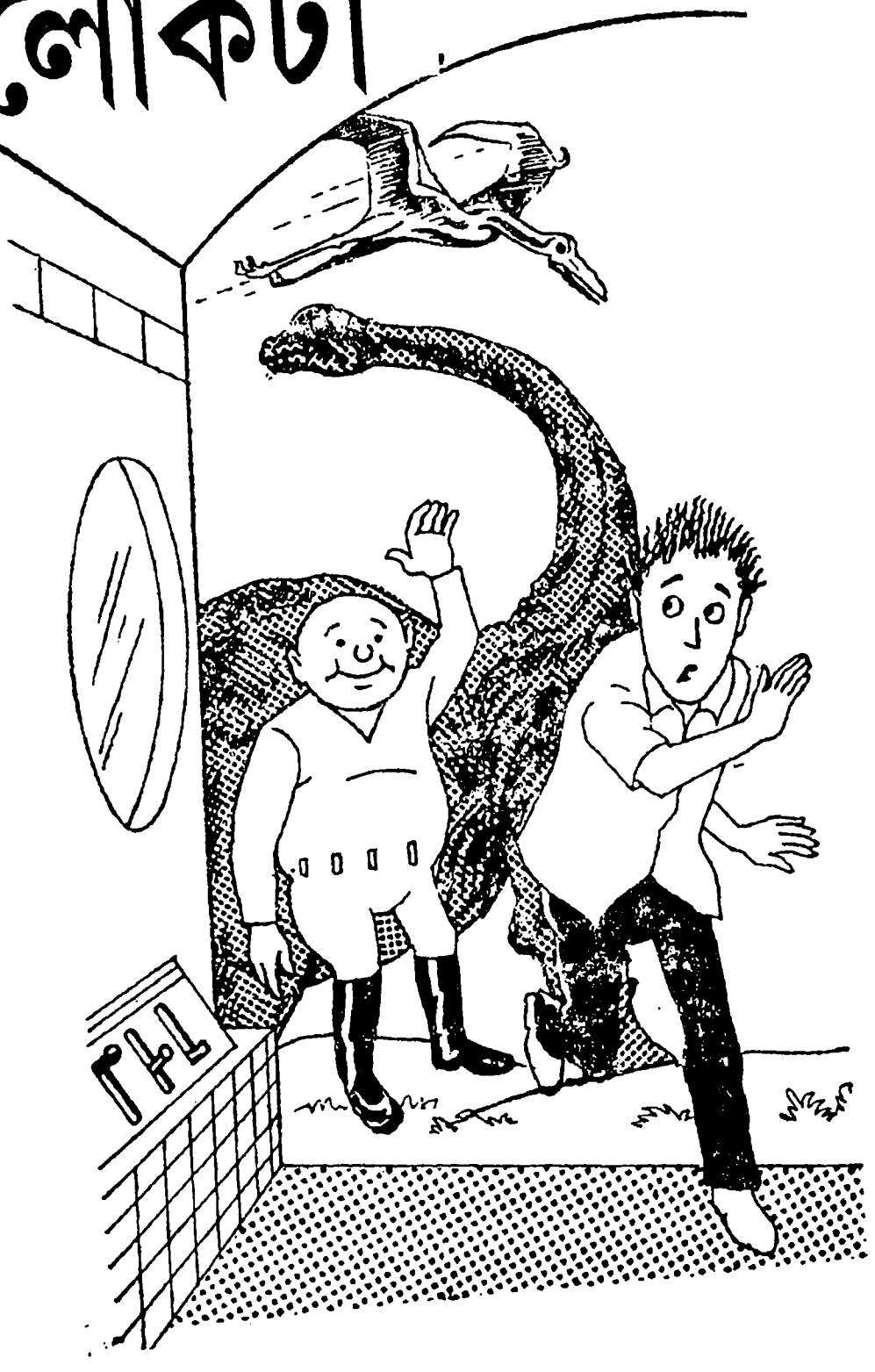

সোমনাথবাবু সকালবেলায় তাঁর একতলার বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছেন। সামনেই মস্ত বাগান, সেখানে খেলা করছে তাঁর সাতটা ভয়ঙ্কর কুকুর। কুকুরদের মধ্যে দুটো বকসার বুলডগ, দুটো ডোবারম্যান, দুটো অ্যালসেশিয়ান, একটা চিশি সড়ালে। এদের দাপটে কেউ বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না, তার ওপর গেটে বাহাদুর নামের নেপালী দারোয়ান আছে। তার কোমরে কুকরি, হাতে লাঠি। সদাসতর্ক, সদাতৎপর। সোমনাথবাবু সুরক্ষিত থাকতেই ভালবাসেন। তাঁর অনেক টাকা, হীরে-জহরত, সোনাদানা।

কিন্তু আজ সকালে সোমনাথবাবুকে খুবই অবাক হয়ে যেতে হলো। ঘড়িতে মোটে সাতটা বাজে। শীতকাল। সবে রোদের লালচে আভা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক এই সময়ে বাগানের ফটক খুলে বেঁটেমতো টাকমাথার একটা লোক ঢুকল। দারোয়ান বা কুকুরদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। পাথরকুচি ছড়ানো পথটা দিয়ে সোজা বারান্দার দিকে হেঁটে আসতে লাগল। আশ্চর্যের বিষয়, দিনের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেয়েও বাহাদুর তাকে বাধা দিল না এবং কুকুরেরাও যেমন খেলছিল তেমনই ছোটাছুটি করে খেলতে লাগল। একটা ঘেউ পর্যন্ত করল না।

সোমনাথবাবু অবাক হয়ে চেয়েছিলেন। আশ্চর্য! খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার!

লোকটার চেহারা ভদ্রলোকের মতোই, মুখখানায় একটা ভাল-মানুষীও আছে, তবে পোশাকটা একটু কেমন, মিস্তিরি বা ফিটাররা যেমন তেলকালি লাগার ভয়ে ওভারল পরে, অনেকটা সেরকমই একটা জিনিস লোকটার পরনে। পায়ে এই শীতকালেও গামবুট ধরনের জুতো। কারও মাথায় এমন নিখুঁত টাকও সোমনাথবাবু কখনও দেখেননি। লোকটার মাথায় একগাছি চুলও নেই।

BanglaBook.org

বারান্দায় উঠে আসতেই সোমনাথবাবু অত্যন্ত কঠোর গলায় বলে উঠলেন, "কী চাই? কার হুকুমে এ বাড়িতে ঢুকেছেন?"

লোকটা জবাবে পাল্টা একটা প্রশ্ন করল, "আপনি কি সকালের জলখাবার সমাধা করেছেন?"

সোমনাথবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, "না তো—ইয়ে—মানে আপনি কে বলুন তো?"

লোকটা মুখোমুখি একটা বেতের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে বলল, "আমার খুবই খিদে পেয়েছে। হাতে বিশেষ সময়ও নেই।"

লোকটার বাঁ-কবজিতে একটা অদ্ভুত দর্শন ঘড়ি। বেশ বড় এবং ডায়ালে বেশ জটিল সব ছোটো কাঁটা রয়েছে।

সোমনাথবাবু একটু গলা খাঁকারি দিয়ে রাগটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে বললেন, "দেখুন, আপনি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন। অচেনা বাড়িতে ফস করে ঢুকে পড়া মোটেই ভদ্রতা সম্মত নয়। তার উপর বিনা নিমন্ত্রণে খেতে চাইছেন—এটাই বা কেমন কথা?"

লোকটা অবাক হয়ে বলে, "আপনার খিদে পেলে আপনি কী করেন?"

"আমি! আমি খিদে পেলে খাই, কিন্তু সেটা আমার নিজের বাড়িতে।"

"আমিও খিদে পেলে খাই।" এই বলে লোকটা মিটিমিটি হাসতে লাগল।

সোমনাথবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "আপনি নিজের বাড়িতে গিয়ে খান না।"

লোকটা হাসি হাসি মুখ করেই বললে, "আমার নিজের বাড়ি একটু দূরে। আমার গাড়িটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় এখানে একটু আটকে পড়েছি।"

সোমনাথবাবু বিরক্তির ভাবটা চেপে রেখে বললে, "আপনি আমার দারোয়ানকে ফাঁকি দিয়ে কুকুরগুলোর চোখ এড়িয়ে কি করে ঢুকলেন সেটাই আমি বুঝতে পারছি না। এ বাড়িতে কোনও লোক

BanglaBook.org

কখনও খবর না দিয়ে ঢুকতে পারে না।"

লোকটা ভাল মানুষের মতো মুখ করে বলে, "সে কথা ঠিকই, আপনার দারোয়ান বা কুকুরেরা কেউই খারাপ নয়। ওদের ওপর রাগ করবেন না। আচ্ছা, আপনার কি সকালের দিকে খিদে পায় না? খেতে খেতে বরং দু-চারটে কথা বলা যেত।"

এই বলে লোকটা এমন ছেলেমানুষের মতো সোমনাথবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল যে সোমনাথবাবু হেসে ফেললেন, তারপর বললেন, "আপনি একটু অদ্ভুত আছেন মশাই, আচ্ছা, ঠিক আছে, জলখাবার খাওয়াচ্ছি একটু বসুন।"

সোমনাথবাবু উঠে ভিতর বাড়িতে এসে রান্নার ঠাকুরকে জলখাবার দিতে বলে বারান্দায় ফিরে এসে স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন, তাঁর ভয়ংকর সাত সাতটা কুকুর বারান্দায় উঠে এসে বেঁটে লোকটার চারধারে একেবারে ভেড়ার মতো শান্ত হয়ে বসে মুখের দিকে চেয়ে আছে। আর লোকটা খুব নিম্নস্বরে তাদের কিছু বলছে।

সোমনাথবাবুকে দেখে লোকটা যেন একটু লজ্জা পেয়েই বলল, "এই একটু এদের সঙ্গে কথা বললুম আর কি। ঐ যে জিমি কুকুরটা, ওর কিন্তু মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা হয়, একটু চিকিৎসা করাবেন। আর টমি বলে ওই যে অ্যালসেশিয়ানটা আছে, ও কিন্তু একটু অপ্রকৃতিস্থ, সাবধান থাকবেন।"

সোমনাথবাবু এত বিস্মিত যে মুখে প্রথমটায় কথা সরল না। বিস্ময় কাটিয়ে উঠে যখন কথা বলতে পারলেন তখনও গলায় ভাল করে স্বর ফুটছে না, "আপনি ওদের কথা বুঝতে পারেন? এই ভাব বা হলো কী করে?"

লোকটাও যেন একটু অবাক হয়ে বলে, "আপনি কুকুর পোষেন অথচ তাদের ভাষা বা মনের ভাব বোঝেন না এটাই বা কেমন কথা? ওরা তো আপনার কথা দিব্যি বোঝে। দু পায়ে দাঁড়াতে বললে দাঁড়ায়, পাশের ঘর থেকে খবরের কাগজ নিয়ে আসতে বললে নিয়ে আসে। তাই না? ওরা যা পারে আপনি তা পারেন না কেন?"

BanglaBook.org

সোমনাথবাবুকে স্বীকার করতে হলো যে কথাটায় যুক্তি আছে। তারপর বললেন, "কিন্তু ভাব করলেন কি ক'রে?"

"ওরা বন্ধু আর শত্রু চিনতে পারে!"

সোমনাথবাবু আমতা আমতা করে বললেন, "কিন্তু বাহাদুর! বাহাদুর তো আমার মতই মানুষ। তার ওপর ভীষণ সাবধানী লোক। তাকে হাত করা তো সোজা নয়।"

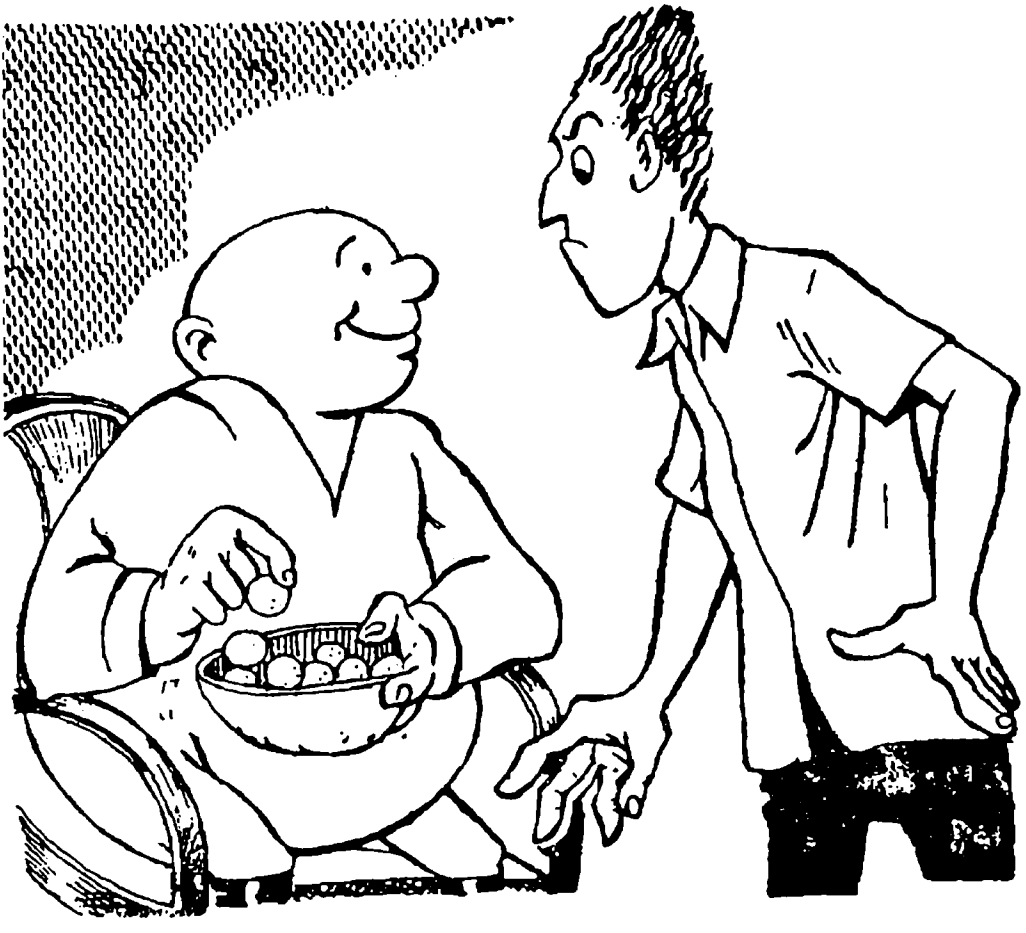

লোকটা মিটিমিটি হেসে বলে, "আমি যখন ঢুকছিলাম তখন বাহাদুর হাসিমুখে আমাকে একটা সেলামও করেছিল। শুধু আপনিই কেমন যেন আমাকে বন্ধু বলে ভাবতে পারছেন না।"

সোমনাথবাবু একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, "মানে ইয়ে—যাকগে, আমার এখন আর কোনও বিরুপ ভাব নেই।"

"আমার কিন্তু খুবই খিদে পেয়েছে।"

শশব্যস্তে সোমনাথবাবু বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যবস্থা হয়েছে। আসুন।"

লোকটার সত্যিই খুব খিদে পেয়েছিল, গোগ্রাসে পরোটা আর আলুর চচ্চড়ি খেল, তারপর গোটা পাঁচেক রসগোল্লাও। চা বা কফি খেল না। খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, "আর সময় নেই, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রওনা হতে হবে।"

সোমনাথবাবু ভদ্রতা করে বললেন, "আপনি কোথায় থাকেন?"

"বেশ একটু দূরে। অনেকটা পথ।"

"গাড়িটা কি মেরামত হয়ে গেছে? নইলে আমি আমার ড্রাইভারকে বলে দেখতে পারি, সে গাড়ির কাজ খানিকটা জানে।"

লোকটা গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল, "এ গাড়ি ঠিক আপনাদের গাড়ি নয়। আচ্ছা চলি।"

লোকটা চলে যাওয়ার পর সোমনাথবাবু বাহাদুরকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "যে লোকটা একটু আগে এসেছিল তাকে তুই চিনিস! ফস করে ঢুকতে দিলি যে বড়!"

বাহাদুর তার ছোটো ছোটো চোখদুটো যথাসম্ভব বড় বড় করে বলল, "কেউ তো আসেনি বাবু।"

"আলবাৎ এসেছিল, তুই তাকে সেলামও করেছিস।"

বাহাদুর মাথা নেড়ে বলে, "না, আমি তো কাউকে সেলাম করিনি। শুধু সাতটার সময় আপনি যখন বাড়ি ঢুকলেন তখন আপনাকে সেলাম করেছি।"

সোমনাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, "আমি! আমি সকালে আজ বাইরেই যাইনি তা ঢুকলুম কখন? ওই বেঁটে বিচ্ছিরি টেকো লোকটাকে তোর আমি বলে ভুল হলো নাকি?"

সোমনাথবাবু তাঁর কুকুরদের ডাকলেন এবং একতরফা খুব শাসন করলেন, "নেমকহারাম, বজ্জাত, তোরা এতকালের ট্রেনিং ভুলে একজন অজ্ঞাতকুলশীলকে বাড়িতে ঢুকতে দিলি! টুঁ শব্দটিও করলি না!"

BanglaBook.org

কুকুররা খুবই অবোধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

মাসখানেক কেটে গেছে। বেঁটে লোকটার কথা একরকম ভুলেই গেছেন সোমনাথবাবু। সকালবেলায় তিনি বাগানের গাছ গাছালির পরিচর্যা করছিলেন। তাঁর সাতটা কুকুর দৌড়ঝাঁপ করছে বাগানে। ফটকে সদাসতর্ক বাহাদুর পাহারা দিচ্ছে। শীতের রোদ সবে তেজী হয়ে উঠতে লেগেছে।

একটা মোলায়েম গলাখাঁকারি শুনে সোমনাথবাবু ফিরে তাকিয়ে অবাক। সেই লোকটা। মুখে একটু ক্যাবলা হাসি।

সোমনাথবাবু লোকটাকে দেখে বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন না। কারণ, আজও দেখছেন বাহাদুর লোকটাকে আটকায়নি এবং কুকুরেরাও নির্বিকার। সোমনাথবাবু নিরুত্তাপ গলায় বললেন, "এই যে! কী খবর?"

"আজ্ঞে খবর শুভ। আজও আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।"

"তার মানে আজও কি আপনার গাড়ি খারাপ হয়েছে?"

"হ্যাঁ। দূরের পাল্লায় চলাচল করতে হয়, গাড়ির আর দোষ কী?"

"তা বলে আমার বাড়িটাকে হোটেলখানা বানানো কি উচিত হচ্ছে? আর আপনার গতিবিধিও রীতিমতো সন্দেহজনক। আপনি এলে দারোয়ান তো ভুল দেখে, কুকুরেরাও ভুল বোঝে। ব্যাপারটা আমার সুবিধের ঠেকছে না।"

লোকটা যেন বিশেষ লজ্জিত হয়ে বলে, "আমাকে দেখতে হুবহু আপনার মতোই কিনা, ভুল হওয়া স্বাভাবিক।"

সোমনাথবাবু একথা শুনে একেবারে বুমকে, "তার মানে? আমাকে দেখতে আপনার মতো! আমি কি বেঁটে? আমার মাথায় কি টাক আছে?"

লোকটা ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলে, "না না, তা নয়। আপনি আমার চেয়ে আট ইঞ্চি লম্বা, আপনার হাইট পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। আপনার মাথায় দু লক্ষ সাতাশ হাজার তিনশ পঁচিশটা চুল আছে। আপনি দেখতেও অনেক সুদর্শন। তবু কোথায় যেন হুবহু মিলও

BanglaBook.org

আছে।''

উত্তেজিত সোমনাথবাবু বেশ ধমকের গলায় বললেন, কোথায় মিল মশাই? কিসের মিল?''

লোকটা একটা রুমালে টাকটা মুছে নিয়ে বলল, ''সেটা ভেবে দেখতে হবে। এখন হাতে সময় নেই। আমার বড় খিদে পেয়েছে।''

সোমনাথবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, খিদে পেয়েছে তো হেটেলে গেলেই হয়।''

লোকটা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, ''আমার কাছে পয়সা নেই যে!''

''পয়সা নেই! এদিকে তো দিব্যি গাড়ি হাঁকিয়ে যাতায়াত করেন। তাহলে পয়সা নেই কেন?''

লোকটা কাঁচুমাচু মুখে পকেটে হাত দিয়ে একটা কাঠি বের করে বলল, ''এ জিনিস এখানে চলবে?''

''তার মানে?''

''আমাদের দেশে এগুলোই হচ্ছে বিনিময় মুদ্রা। এই যে কাঠির মতো জিনিসটা দেখছেন এটার দাম এখানকার দেড়শ টাকার কাছাকাছি। কিন্তু কে দাম দেবে বলুন!''

সোমনাথবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, ''কাঠি! কাঠি আবার কোথাকার বিনিময় মুদ্রা হয়? এসব তো হেঁয়ালি ঠেকছে।''

লোকটা একটু কাতর মুখে বলল, ''সব কথারই জবাব দেবো। আগে কিছু খেতে দিন। বড্ড খিদে।''

সোমনাথবাবু রুষ্ট হলেন বটে, কিন্তু শেষ অবধি লোকটাকে খাওয়ালেনও। লোকটা যখন গোগ্রাসে পরোটা খাচ্ছে তখন সোমনাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ''আচ্ছা, আপনার নাম বা ঠিকানা কিছুই তো বলেননি, কী নাম আপনার?''

লোকটা কাঁচুমাচু হয়ে বলে, ''নামটা শুনবেন! একটু অদ্ভুত নাম কিনা, আমার নাম খ।''

সোমনাথবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, ''শুধু খ! এরকম নাম

BanglaBook.org

হয় নাকি?''

''আমাদের ওখানে হয়।''

''আর পদবী?''

''খ মানেই নাম আর পদবী। খ হলো নাম আর অ হলো পদবী। দুয়ে মিলেই ওই খ।''

''ও বাবা! এ তো খুব অদ্ভুত ব্যাপার।''

''আমাদের সবই ওরকম।''

''তা আপনার বাড়ি কোথায়?''

''একটু দূরে। সাড়ে তিনশো আল হবে।''

''আল! আল আবার কি জিনিস?''

''ওটা হলো দূরত্বের মাপ।''

''ঐরকম মাপের নাম জন্মে শুনিনি মশাই। তা আল মানে কত? মাইল খানেক হবে নাকি?''

লোকটা হাসল, ''একটু বেশি। হাতে সময় থাকলে চলুন না, আমার গাড়িটায় চড়ে আলের মাপটা দেখে আসবেন।''

''না না, থাক।''

লোকটা অভিমানী মুখে বলে, ''আপনি বোধহয় আমাকে ঠিক বিশ্বাস করছেন না! আমি কিন্তু ভাল লোক। মাঝে মাঝে খিদে পায় বলে হামলা করি বটে, কিন্তু আমার কোনও বদ মতলব নেই।''

সোমনাথবাবু লজ্জা পেয়ে বললেন, ''আরে না না। ঠিক আছে বলছেন যখন যাচ্ছি। তবে এ সময়ে আমি একটু ব্যস্ত আছি কিনা, বেশি সময় দিতে পারব না।''

BanglaBook.org

''তাই হবে, চলুন, গাড়িটা পিছনের মাঠে রেখেছি।''

''মাঠে! ও তো ঠিক মাঠ নয়, জলা জায়গা, ওখানে গাড়ি রাখা অসম্ভব।''

''আমার গাড়ি সর্বত্র যেতে পারে। আসুন না দেখবেন।''

কৌতূহলী সোমনাথবাবু লোকটার সঙ্গে এসে জলার ধারে পৌঁছে অবাক। কোথাও কিছু নেই।

"কোথায় আপনার গাড়ি মশাই?" বলে পাশে তাকিয়ে দেখেন লোকটাও নেই। সোমনাথবাবু বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন।

অবশ্য বিস্ময়ের তখনও অনেক কিছু বাকি ছিল। ফাঁকা মাঠ, লোকটাও হাওয়া দেখে সোমনাথবাবু ফিরবার জন্য সবে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় অদৃশ্য থেকে লোকটা বলে উঠল, "আহা-হা, যাবেন না একটা মিনিট অপেক্ষা করুন।"

বলতে বলতেই সামনে নৈবেদ্যর আকারের একটা জিনিস ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল। বেশ বড় জিনিস, একখানা ছোটখাটো দোতলা বাড়ির সমান। নিচের দিকটা গোল, ওপরের দিকটা সরু।

"এটা আবার কী জিনিস?"

নৈবেদ্যর গায়ে পটাং করে একটা চৌকো দরজা খুলে গেল আর নেমে এল একখানা সিঁড়ি । লোকটা দরজায় দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বললে, আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক।"

সোমনাথবাবু এমন বিস্মিত হয়েছেন যে, কথাই বলতে পারলেন না কিছুক্ষণ। তারপর অস্ফুট গলায় তোতলাতে লাগলেন, "ভূ-ভূত! ভু-ভুতুড়ে!"

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, "না, মশাই, না। ভুতুড়ে নয়। গাড়িটা অদৃশ্য করে না রাখলে যে লোকের নজরে পড়বে। আসুন, চলে আসুন। কোনও ভয় নেই।"

সোমনাথবাবু এক পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, "ও বাবা, আপনি তো সাঙ্ঘাতিক লোক! আমি ও ফাঁদে পা দিচ্ছি না। আপনি যান, আমি যাবো না।"

লোকটা করুণ মুখে বলে "কিন্তু আমি তো খারাপ লোক নই সোমনাথবাবু।"

সোমনাথবাবু সভয়ে লোকটার দিকে চেয়ে বললেন, "খারাপ নন, তবে ভয়ঙ্কর। আপনি গ্রহান্তরের লোক।"

"আজ্ঞে, আপনাদের হিসেবে মাত্র দু হাজার লাইট ইয়ার দূরে আমার গ্রহ। বেশ বড় গ্রহ। আমাদের সূর্যের নাম সোনা। সোনার

BanglaBook.org

চারিদিকে দেড় হাজার ছোটো বড় গ্রহ আছে। সব কটা গ্রহই বাসযোগ্য। আপনাদের মন্ত্রে মোটে একটা গ্রহে প্রাণী নয় সেখানে। সব কটা গ্রহেই নানা প্রাণী আর উদ্ভিদ। কোনও গ্রহে এখন প্রস্তরযুগ চলছে, কোনওটায় চলছে ডায়নোসরদের যুগ, কোথাও বা সভ্যতা অনেকদূর এগিয়ে গেছে, কোনও গ্রহে ঘোর কলি, কোনওটাতে সত্য, কোনওটাতে ত্রেতা, কোথাও বা দ্বাপর—সে এক ভারি মজার ব্যাপার। বেশি সময় লাগবে না, এ গাড়ি আপনাকে সব দেখিয়ে দেবে।''

''ওরে বাবা রে!'' বলে সোমনাথবাবু প্রাণপণে পাঁই পাঁই করে ছুটতে লাগলেন বাড়ির দিকে। কিন্তু পারলেন না। একটা সাঁড়াশির মতো যন্ত্র পট করে এগিয়ে এসে তাঁকে খপ করে ধরে সাঁ করে তুলে নিল সেই নৈবেদ্যর মধ্যে।

তারপর একটা ঝাঁকুনি আর তারপর একটা দুলুনি। সোমনাথবাবুর একটু মূর্ছার মতো হলো, যখন চোখ চাইলেন তখন দেখেন নৈবেদ্যটা এক জায়গায় থেমেছে। দরজা খোলা। লোকটা একগাল হেসে বলল, ''আসুন, ডায়নোসর দেখবেন না! ওই যে।''

দরজার কাছে গিয়ে সোমনাথবাবুর আবার মূর্ছা যাওয়ার যোগাড়। ছবিতে যেমন দেখেছেন, হুবহু তেমনি দেখতে গোটা দশেক ডায়নোসর বিশাল পাহাড়ের মতো চেহারা নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। আকাশে উড়ছে বিশাল টেরোড্যাকটিল এবং অন্যান্য বিকট পাখি।

ভয়ে চোখ বুজলেন সোমনাথবাবু। আবার দুলুনি। এবার যেখানে যান থামল, সেখানে সব চামড়া আর গাছের ছালের নেংটি পরা মানুষ পাথর ঘষে অস্ত্র তৈরি করছে। মহাকাশযান দেখে তারা অস্ত্র নিয়ে তেড়ে এল। দুচারটে তীক্ষ্ণপাথরের টুকরো এসে লাগলও মহাকাশযানের গায়ে। লোকটা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে তার গাড়ি ছেড়ে দিল।

এবারের গ্রহটা রীতিমতো ভাল। দেখা গেল রামচন্দ্র আর লক্ষ্মণভাই শিকার করতে বেরিয়েছেন। দুজনেই খুব হাসছেন। রামচন্দ্রকে জোড়হাতে প্রণাম করলেন সোমনাথবাবু। রামচন্দ্র বরাভয় দেখিয়ে

BanglaBook.org

জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন।

সোমনাথবাবু ঘামতে ঘামতে বললেন, "এসব কি সত্যি? না স্বপ্ন দেখছি?"

"সব সত্যি। আরও আছে।"

"আমি আর দেখবো না। যথেষ্ট হয়েছে। মশাই, পায়ে পড়ি, বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে আসুন।"

লোকটা বিনীতভাবে বলল, "যে আজ্ঞে। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসবেন। আরও কত কী দেখার আছে।"

মহাকাশযানটা ফের শূন্যে উঠল। সেই দুলুনি। কিছুক্ষণ পর জলার মাঠে নেমে পড়তেই সোমনাথবাবু প্রায় লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

লোকটা পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল, "দাদা, একটু মনে রাখবেন আমাকে, মাঝে মাঝে বিপদে পড়ে এসে পড়লে পরোটা-টরোটা যেন পাই।"

"হবে, হবে।" বলতে বলতে সোমনাথবাবু বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলেন।

BanglaBook.org

হনুমান ও নিবারণ

নিবারণবাবু শান্তিপ্রিয় মানুষ। কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই। উটকো উৎপাত তিনি পছন্দ করেন না। তবু তাঁর কপালেই হালে এক ঝামেলা এসে জুটেছে। বাড়ির সামনেই একখানা পেল্লায় জাম গাছ। সেই গাছে দু তিন দিন আগে হঠাৎ কোথা থেকে এক বিশাল জাম্বুবান কেঁদো হনুমান এসে থানা গেড়েছে। এ তল্লাটে হনুমান বাঁদর ইত্যাদি কোনওকালেই ছিল না। হনুমানটা যে কোথা থেকে উটকো এসে জুটল তা কে জানে!

তা হনুমান আছে থাক, নিবারণবাবুর তাতে বিশেষ আপত্তি নেই। হনুমান হনুমানের মতো থাক, তিনি থাকবেন তাঁর মতো। কিন্তু এই ব্যাটাচ্ছেলে হনুমান কি করে যেন টের পেয়েছে যে, এ পাড়ায় সবচেয়ে নিরীহ ভালমানুষ হলো এই নিবারণ ঘোষাল। হতচ্ছাড়া আর কাউকে কিছু বলে না, কারও দিকে দৃকপাত অবধি নেই, কিন্তু নিবারণবাবু বাড়ি থেকে বেরোলেই জাম গাছে তুমুল আলোড়ন তুলে হুপহাপ দুপদাপ করে দাপাদাপি করতে থাকে।

প্রথম দিনের ঘটনা। শান্ত শরৎকালের মনোরম সকাল। সোনার থালার মতো সুর্য উঠেছে। চারদিকে একেবারে আহ্লাদী রোদ। একখানা কোকিলও কুহুস্বরে ডাকছিল। নিবারণবাবু থলি হাতে প্রশান্ত মনে বাজার করতে বেরিয়েছেন। দুর্গা নাম স্মরণ করে চৌকাঠের বাইরে সবে পা রেখেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ জাম গাছটায় ওই তুমুল কাণ্ড। নিবারণবাবু সভয়ে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তিনি ভারি ভীতু লোক।

গিন্নি বললেন, কী হলো, ফিরে এলে কেন?

নিবারণবাবু আমতা আমতা করে বললেন, জাম গাছে কী যেন একটা কাণ্ড হচ্ছে।

BanglaBook.org

গিন্নি হেসে বললেন, ও তো একটা হনুমান। কাল আমিও দেখেছি। পাড়ার ছোঁড়ারা ঢিল মারছিল।

নিবারণবাবু একটা নিশ্চিন্দির শ্বাস ফেলে বললেন, তাই বলো! হনুমান!

জাম গাছতলা দিয়েই রাস্তা আর রাস্তা দিয়ে মেলা লোক যাতায়াত করছে। দুধওয়ালা, কাগজওয়ালা, বাজারমুখো এবং বাজারফেরত মানুষ, ঝাড়ুদার। হনুমান কাউকে দেখেই উত্তেজিত নয়, কিন্তু যেই নিবারণবাবু ফের দরজার বাইরে পা দিয়েছেন অমনি লম্ফঝম্ফ শুরু হয়ে গেল।

নিবারণবাবু তখন সাহসে ভর করে একটু দৌড় পায়েই জাম গাছটা পেরিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু কেমন যেন একটা অস্বস্তি রয়ে গেল মনের মধ্যে।

তবে সেদিন বাজারে গিয়ে মনটা ভারি ভাল হয়ে গেল। সস্তায় বেশ বড় বড় পাবদা মাছ পেয়ে গেলেন। মরশুমের প্রথম ফুলকপি একটু দর করতেই দাম নেমে গেল, আর এক আঁটি ধনেপাতা কিনে ফেললেন মাত্র চার আনায়। বাজার সেরে যখন ফিরছেন তখন আর হনুমানটার কথা তাঁর খেয়াল নেই।

যেই আনমনে জাম গাছটার কাছাকাছি এসেছেন অমনি ডালপালার তুমুল শব্দ করে হনুমানটা নেমে এল একেবারে নিচে। একখানা ডাল ধরে এমন ঝুল খেতে লাগল যে তার লেজখানা নিবারণবাবুর নাকের ডগা ছোঁয়-ছোঁয়। নিবারণবাবু জীবনে দৌড়ঝাঁপ বিশেষ করেননি, তবু হনুমানের হামলা থেকে বাঁচার জন্য সেদিন এমন দৌড় দিলেন যে তাঁর ছোটো ছেলে বিশু অবধি পরে প্রশংসা করে বলেছিল, বাবা, তুমি যদি সিরিয়াসলি দৌড়োতে তাহলে অলিম্পিক থেকে প্রাইজ আনতে পারতে। চটি পরা পা আর বাজারের ব্যাগ নিয়ে যে কেউ অমন দৌড়োতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হতো না।

দৌড়টা যে ভালই হয়েছিল তা নিবারণবাবু জানেন, তবে শেষ

BanglaBook.org

অবধি চটিজোড়া পায়ে ছিল না, ছিটকে পড়েছিল। আর বাজারের ব্যাগ হাত ছাড়া হয়ে সাধের পাবদা মাছ চারটে কাকে নিয়ে গেল, ছ'খানা ডিম ভাঙল আর রাস্তার একটা গোরু দু'খানা ফুলকপি চিবিয়ে খেয়ে নিল।

দ্বিতীয়বার ঘটনাটা ঘটল অফিসে বেরোনোর সময়। নিস্তব্ধ জাম গাছতলা দিয়ে বিস্তর লোক বিষয়কর্মে যাচ্ছে আসছে। কিন্তু টিফিনকৌটো নিয়ে ছাতা বাগিয়ে গালে পানটি পুরে দুর্গানাম স্মরণ করে যেই নিবারণবাবু বেরোলেন অমনি জাম গাছে যেন ঝড় উঠল। হনুমানটা এ ডাল ও ডালে ভীষণ লাফালাফি করতে করতে হুপহাপ করে বকাঝকাই করতে লাগল বোধ হয়।

কিন্তু অফিস তো আর কামাই করা যায় না, নিবারণবাবু ছাতাখানা ফট করে খুলে তার নিচে আত্মগোপন করে প্রাণপণে দৌড় লাগালেন। কিন্তু স্পষ্ট টের পেলেন, জাম গাছটা পেরোনোর সময় হনুমানটা তাঁর ছাতায় একটা খাবলা মারল।

গত তিনদিন ধরে নিবারণবাবুর জীবনে আর শান্তি নেই। আসতে, হনুমান, যেতে হনুমান। হনুমানটা কেন যে শুধু তাঁর পিছনেই লাগছে তা চিন্তা করে তিনি হয়রান। খেতে পারছেন না, ঘুমোতে পারছেন না, তিনদিনেই বেশ রোগা হয়ে গেছেন। তাঁর দুই ছেলে কানু আর বিশু হনুমানটাকে তাড়ানোর জন্য বিস্তর ঢিল আর গুলতি ছুঁড়েছে, তাদের সঙ্গে পাড়ার ছেলেরাও। কিন্তু বিশেষ লাভ হয়নি। হনুমানটা গাছের মগডালে উঠে ঘন ডালপালার মধ্যে চুপচাপ বসে আছে। ইট-পাটকেল তার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারেনি।

গিন্নী বললেন, পূর্বজন্মে ও তোমার ভাই ছিল, তাই এত টান।

নিবারণবাবু খিঁচিয়ে উঠে বললেন, হনুমানের ভাই হতে আমি যাবো কেন?

দুশ্চিন্তা নিয়েই নিবারণবাবু রাতে শুয়েছেন। তবে ঘুম আসছে না। মাথাটা বেশ গরম। কাল সকালেই আবার বাজার আছে, অফিস

BanglaBook.org

আছে। জাম গাছতলা ছাড়া যাওয়ার পথ নেই। শুয়ে এপাশ ওপাশ করছেন। কিছুদিনের ছুটি নিয়ে পুরী বা ওয়াল্টেয়ার ঘুরে আসবেন কি না তাও ভাবছেন।

হঠাৎ একটা বিকট হুপ শব্দে নিস্তব্ধ রাতটা যেন কেঁপে উঠল। নিবারণবাবু চমকে উঠে বসলেন আতঙ্কে। অন্ধকার ঘর তবু জানালার দিকে চেয়ে তাঁর বুক হিম হয়ে গেল। জানালাটা অর্ধেক ভেজানো ছিল। এখন জানালাটা পুরো খোলা। আর গ্রিল ধরে সেই অতিকায় হনুমানটা দাঁড়িয়ে। দু'খানা চোখ ভাটার মতো জ্বলছে।

ভয়ে এমন সিঁটিয়ে গেলেন নিবারণবাবু যে কাউকে ডাকতে পারলেন না, গলা দিয়ে স্বরই বেরোলো না তাঁর। কিছুক্ষণের জন্য যেন পাথর হয়ে গেলেন।

হঠাৎ একটা বেশ ভরাট গমগমে গলা বলে উঠল, ভয় পাবেন না···ভয়ের কিছু নেই···

বিস্ময়ে হতবাক নিবারণবাবু কে কথা বলল তা চারদিকে চেয়ে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু ঘরের মধ্যে কারও থাকার কথা নয়।

কণ্ঠস্বরটি ফের বলে উঠল, রামচন্দ্র আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি তাঁর দূত মাত্র।

নিবারণবাবু নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। স্বপ্ন দেখছেন কি না তা বোঝবার জন্য হাতে একখানা রাম চিমটি কেটে নিজেই উঃ করে উঠলেন।

গলাটা বলল, স্বপ্ন নয়। যা দেখছেন, যা শুনছেন সব সত্যি।

নিবারণবাবু হনুমানের দিকে চেয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, কথাগুলো কি আপনিই বলছেন? মানুষের ভাষায়?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের হাতে সময় বিশেষ নেই। রামচন্দ্র অপেক্ষা করতে ভালবাসেন না।

রামচন্দ্র কে?

আমার প্রভু।

কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে?

আপনি আমার সঙ্গে যাবেন।

ও বাবা! আমি পারব না, আমার বড় ভয় করছে।

ভয় কিসের?

আমার ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে ঠেকছে।

গোলমালের কিছু নেই। চলে আসুন। দেরি হয়ে যাচ্ছে। নিবারণবাবু বুঝলেন, এসব ভুতুড়ে কাণ্ড। এবং বেশ জবরদস্ত ভূতের পাল্লায় তিনি পড়েছেন। তবে এখনও উদ্ধারের উপায় আছে। তিনি ঘুমন্ত গিন্নীকে প্রবল ধাক্কা দিয়ে জাগাতে জাগাতে কানু আর বিশুকে প্রাণপণ চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন। সে এমন রামধাক্কা আর বিকট চেঁচানি যে মরা মানুষেরও উঠে বসবার কথা। কিন্তু কোন সাড়াশব্দই পেলেন না।

হনুমান বলল, ওদের ঘুম এখন ভাঙবে না। বৃথা চেঁচামেচি

BanglaBook.org

করছেন।

ভয়ে নিবারণবাবুর শরীর প্রথমে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন ভয়ে আবার কলকল করে ঘাম হতে লাগল। বুকের ভিতরটা এমন ধড়ফড় করছে যে, হার্ট-ফেল হওয়ার যোগাড়।

ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও বাবা, এসব আমার ভাল লাগছে না।

নিবারণবাবু শুয়ে পড়ে জোর করে চোখ বন্ধ করে রইলেন।

হনুমান বলল, নিবারণবাবু প্রভুর হুকুম তামিল না করে আমার উপায় নেই। আপনি সহজে না গেলে জোর করে নিয়ে যেতে হবে।

এই বলে হনুমান চুপ করল। নিবারণবাবু চোখ মিটমিট করে দেখতে পেলেন, হনুমান দুহাতে গ্রিল ধরে টানাটানি করছে। শক্ত লোহার গ্রিল ভাঙতে পারবে বলে মনে হলো না নিবারণবাবুর।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হনুমান মাত্র একটা হ্যাঁচকা টানেই পুরো গ্রিলটা জানালার ফ্রেম থেকে উপড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল।

BanglaBook.org

নিবারণবাবু এত ভয় পেয়েছেন যে, আরও বেশি ভয় পাওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। মজা হলো ভয় যখন সাঙ্ঘাতিক বেশি হয় তখন মানুষের একটা মরিয়া সাহসও আসে। চোর তাড়ানোর জন্য খাটের মাথার কাছে একখানা মোটা বেতের লাঠি রাখা থাকে। আজ অবধি সেটা কোনও কাজে লাগেনি। আজ লাগল। নিবারণবাবু ভাবলেন, এমনিতেও গেছি, অমনিতেও গেছি, সুতরাং আর ভয়ের কী? যা থাকে কপালে—

ভেবে লাফিয়ে উঠে তিনি লাঠিটা নিয়ে প্রবল বিক্রমে হনুমানের মাথায় বসিয়ে দিলেন। কিন্তু বসালেও লাঠিটা ঠিকমতো বসল না। হনুমান খুব আলগা হাতে লাঠিটা কেড়ে নিল হাত থেকে, তারপর সেটাকে প্যাঁকাটির মতো ভেঙে বলল, কেন ঝামেলা করছেন? প্রভু রামচন্দ্র ডাকছেন, এ আপনার মহা সৌভাগ্য।

নিবারণবাবু যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হনুমানটা লম্বায় প্রায় তাঁর সমান। আর চওড়ায় কুস্তিগীরদের মতো। এত বড় হনুমান তিনি এর আগে আর দেখেননি। বিপদে পড়ে মাথাটা একটু গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল বলে তিনি হনুমানের কথাগুলো শুনেও বুঝবার চেষ্টা করেননি। এবার তাঁর হঠাৎ মনে হলো, এ কি সেই রামচন্দ্রের হনুমান নাকি? হনুমান তো অমর, তার এখনও পৃথিবীতে বেঁচেবর্তে থাকবার কথা। আর প্রভু রামচন্দ্র! তিনি তো স্বয়ং ভগবান। তাহলে এসব হচ্ছেটা কী? রামচন্দ্র তাঁর ভক্ত হনুমানকে পাঠিয়েছেন তাঁকে ডাকবার জন্য? কিন্তু কেন? তিনি তো তেমন উঁচুদরের ভক্ত বা ধার্মিক নন!

BanglaBook.org

হনুমান জলদগম্ভীর গলায় বলল, আমার লেজটা ধরুন।

ভয়ে ভয়ে নিবারণবাবু বিনা বাক্যব্যয়ে লেজটা ধরলেন। আর ধরতেই যেন চৌম্বক আকর্ষণে হাতদু'টো লেজের সঙ্গে আটকে গেল। আর ছাড়ানোর উপায় রইল না।

তারপরে যে কী হলো তা নিবারণবাবু ঠিকঠাক বুঝতে পারলেন

না। হনুমান তাঁকে জানালা গলিয়ে বাইরে এনে ফেলল এবং তারপর ইঞ্জিনের মতো ছুটতে শুরু করল। এত ছুট জীবনে কখনও ছোটেননি নিবারণবাবু। তবে কেন যেন তাঁর হাঁফ ধরছিল না। চোখের পলকে নিজেদের তল্লাট এবং শহর ছাড়িয়ে খোলা মাঠঘাটে এসে গেলেন তাঁরা। হনুমান মস্ত মস্ত লাফ মেরে ঢেউয়ের মতো চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে নিবারণবাবুও ঢেউ হয়ে বয়ে যাচ্ছেন। প্রায় দশ বারো হাত দূরে দূরে এক একবার পা মাটিতে ঠেকছে।

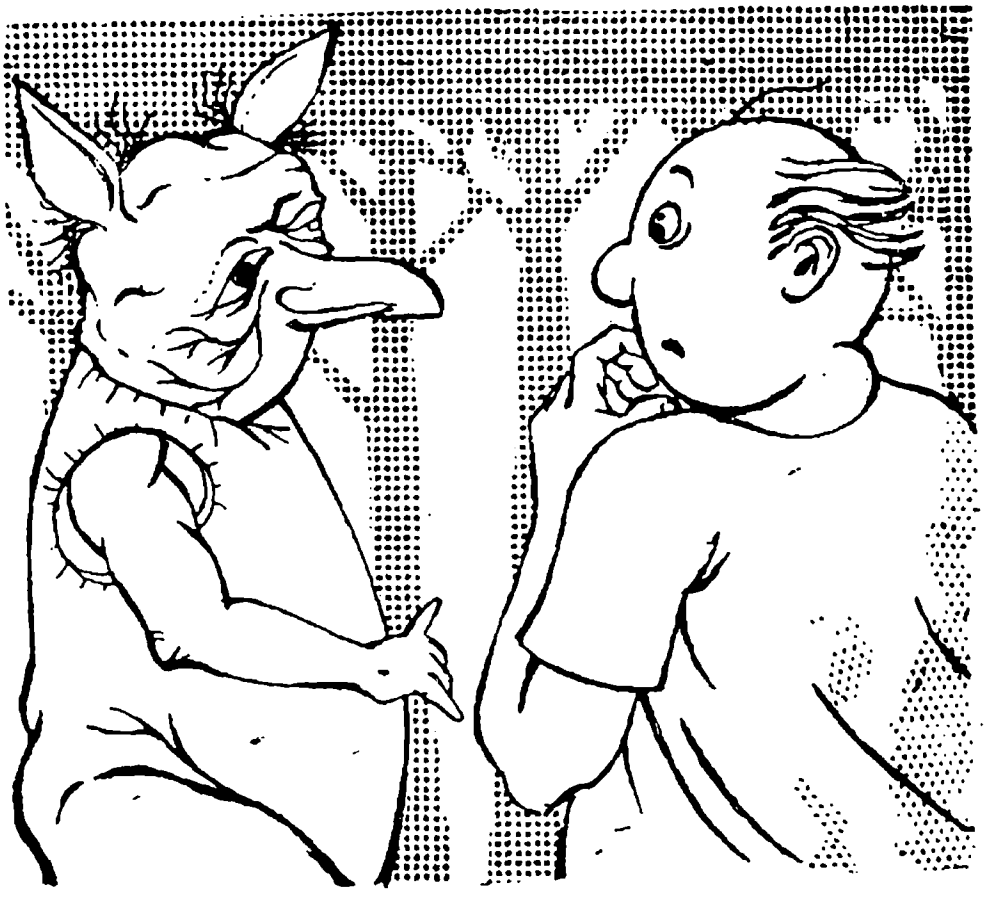

অনেকটা চলে আসার পর একটা জঙ্গলে ঢুকে গেলেন তাঁরা। তারপর একটা ফাঁকা চত্বর। জঙ্গলঘেরা জায়গাটায় একটা লোক পিছনে হাত রেখে মৃদুমন্দ পায়চারি করছে। লোকটা বেঁটে এবং দেখতে একটু কিম্ভূত। পরনে একটা পাশবালিশের ওয়াড়ের মতো পোশাক, মাথায় একটা সরু টুপি। লোকটার গোল মুখখানায় চোখ

BanglaBook.org

নাক কান কোনওটাই ঠিক জায়গায় নেই বলে মনে হলো দূর থেকে।

কাছে গিয়ে হনুমান লোকটাকে প্রণাম করে বলল, প্রভু এনেছি।

লোকটা নিবারণের দিকে ফিরে তাকাল, মুখটা ভাল করে দেখে আঁতকে উঠলেন নিবারণবাবু। এর চোখ দু'টো গালে। ঠোঁট দু'টো দুই নাকের ওপরে। আর গলা বলে কিছু নেই। কানদু'টো গোরুর কানের মতো।

এই কি রামচন্দ্র? এত বিচ্ছিরি দেখতে?

রামচন্দ্র লোকটা ডান গালের চোখটা দিয়ে নিবারণবাবুকে দেখে নিয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, পেন্নাম করলে না?

যে আজ্ঞে। বলে নিবারণবাবু তাড়াতাড়ি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ভয়ে ভয়ে প্রণাম করলেন।

রামচন্দ্র খকখক শব্দ করে হেসে বললেন, শোনোহে বাপু, আমি সত্যিই কিন্তু তোমাদের সেই রামায়ণের রামচন্দ্র নই। তার গল্পটা বেশ লাগে, তাই ভাবলুম রামচন্দ্র নামটা নিলে মন্দ হয় না।

আপনি আসলে কে তাহলে?

লোকটা মাথাটা একটু নেড়ে বলে, সে বাপু অনেক কথা। তবে সোজা কথায় আমি এ তল্লাটের লোক নই, এই দেশের নই, এমনকি এই হতচ্ছাড়া নোংরা গ্রহেরও নই। অনেক দূরের পাল্লা রে বাপু। আর আমার এই হনুমানটিও আসল হনুমান নয়। কলের হনুমান। তবে কল হলেও ও বড় খুঁতখুঁতে, সবাইকে পছন্দ করে না। দুনিয়া ঘুরে ঘুরে মাত্র একটা লোককেই ও বেছে বের করেছে। সে হলো তুমি।

নিবারণবাবু ঘন ঘন চোখ কচলাচ্ছিলেন। প্রত্যয় হচ্ছে না। যা শুনছেন সব সত্যি নাকি? এসব তো কল্পবিজ্ঞানে থাকে।

রামচন্দ্র বলল, তোমাদের গ্রহটা নোংরা হলেও মহাকাশে আমার কাজের পক্ষে সুবিধেজনক। আমার হনুমানকে তাই তোমাদের গ্রহে পাকাপাকিভাবে রেখে যেতে চাই। সমস্যা হলো, ওকে ঠিকমতো

BanglaBook.org

দেখাশুনা করার লোক চাই। ও তোমাকে খুঁজে বের করেছে, কাজেই ওর ভার তোমাকেই নিতে হবে।

নিবারণবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, যে আজ্ঞে, তবে কেমন যত্নআত্তি করতে হবে?

খুব সোজা, ওর মাথায় একটা ছোট্ট ফুটো আছে, চাঁদির একেবারে মাঝখানে। এই তেলের কৌটোটা নাও, মাসে একবার ওই ফুটোর মধ্যে দু'ফোঁটা তেল ঢেলে দিলেই হবে। আর তোমার বাড়ির জাম গাছটাতেই ও থাকবে। ওকে যেন কেউ বিরক্ত না করে দেখো। বেশি বিরক্ত করলে কিন্তু ও গা থেকে এমন রশ্মি বের করতে পারে যা তোমাদের পক্ষে বিপজ্জনক।

নিবারণবাবু শিউরে উঠে বললেন, যে আজ্ঞে।

তাহলে এসো গিয়ে। কোনওরকম গোলমাল করো না কিন্তু।

আজ্ঞে না।

লোকটা অর্থাৎ রামচন্দ্র গট গট করে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা শিস দিল। অমনি মাটির তলা থেকে একটা কিম্ভূত পটলাকৃতি মহাকাশযান বেরিয়ে এল। লোকটা দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই জিনিসটা সাঁ করে আকাশে উঠে মিলিয়ে গেল।

নিবারণবাবু এখন বেশ আছেন। হনুমানটা জাম গাছেই থাকে। তবে তাকে আর ভয় পাওয়ার কারণ নেই। বরং মাঝরাতে হনুমানটা এসে তাঁর সঙ্গে দিব্যি আড্ডা দিয়ে যায়। ঘরের কাজকর্মও অনেক করে দেয়। গিন্নী তো পচ্ছন্দ করেনই, বিশু আর কানুরও সে বেশ বন্ধু হয়ে গেছে।

হনুমানকে তেল দিতে নিবারণবাবুর একবারও ভুল হয় না।

BanglaBook.org

জন্মান্তর

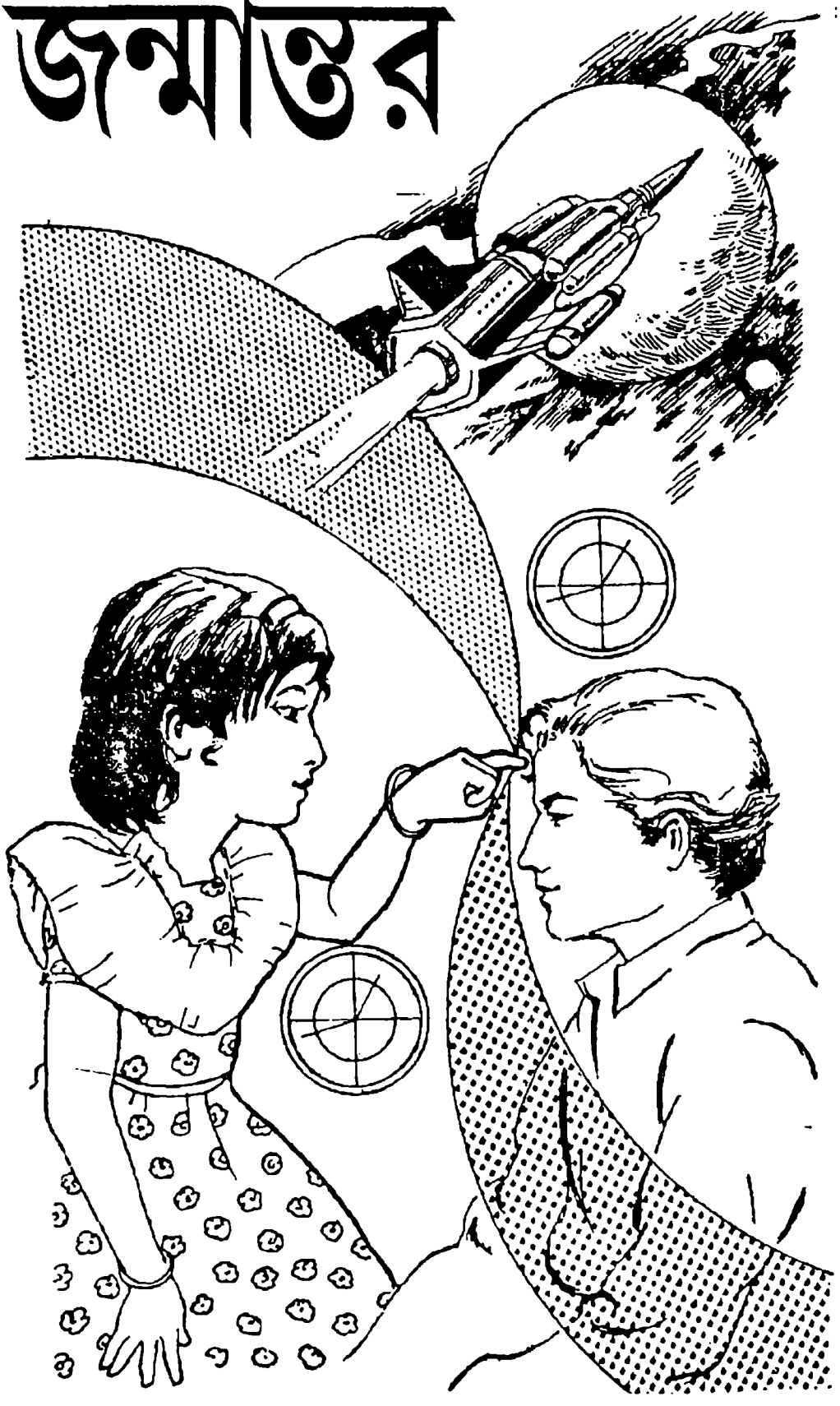

তুলসীদাস গোঁসাই তার ক্যাপসুলের মধ্যে খুবই দুঃখিতভাবে বসে আছে। ক্যাপসুলের স্বচ্ছ কাচের আবরণ দিয়ে বাইরের বিশ্বজগৎ দেখা যাচ্ছে। ক্যাপসুলের চারদিকেই কালো গহন আকাশ। উজ্জ্বল সব নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে। সৌরমণ্ডল থেকে অনেকটা দূরে হলেও এখান থেকে মটরদানার আকারে সূর্যকেও দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু দেখছে কে? এই একঘেয়ে দৃশ্য দেখতে দেখতে চোখ পচে গেল তুলসীদাসের।

ক্যাপসুলের ভিতরটা বেশ আরামদায়ক গরম বা ঠাণ্ডা কিছুই নেই। যে আসনটিতে তুলসী বসে আছে তার নাম ইচ্ছাসন। অর্থাৎ ইচ্ছামতো আসনটি চেয়ার, ইজিচেয়ার, বিছানা সব কিছু হয়ে যায়। শরীর যেমন অবস্থায় থাকতে চাইবে আসনটি তেমনই হয়ে যাবে। ক্যাপসুলের মধ্যে বিশেষ যন্ত্রপাতি কিছু নেই। কয়েকটা লিভার আর বোতাম রয়েছে। একটা টেলিফোনে অনেকক্ষণ ধরে কেউ তাকে কিছু বলতে চাইছে। কাজের কথাই হবে। তুলসীর আজ কাজে মন নেই। তার সামনে একখান পঞ্জিকা খোলা রয়েছে। আগামীকাল ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া। যতবার পঞ্জিকার দিকে চোখ যাচ্ছে ততবার বুকখানা ছ্যাঁত ছ্যাঁত করে উঠছে। তুলসীদাসের কোনও বোন নেই।

গত দশ বছর যাবৎ মহাজাগতিক অভিকায় ভাসমান গবেষণা কেন্দ্রে তুলসী কাজ করছে। তার গবেষণার বিষয়বস্তু শক্তির রূপান্তর ও পুনর্গঠন। এ কাজ করতে গিয়ে বস্তুর অন্তর্নিহিত কম্পন বিশ্লেষণ করতে করতে সে আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করে ফেলে যে, মানুষ মরে আবার জন্মগ্রহণ করতে পারে এবং করেও। গত দু'বছর সময়ের বাধা ভেদ করা নিয়ে যে সব গবেষণা হয়েছে তার ফলে অতীত বা ভবিষ্যতে সময়ের গাড়ি করে যাতায়াত আর শক্ত নয়। মুশকিল হচ্ছে,

BanglaBook.org

এসব অত্যন্ত গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে আছে। তুলসী চেয়েছিল সে তার পূর্ব জন্মে ফিরে গিয়ে তার কোনও বোন ছিল কি না তা খুঁজে দেখবে এবং তার হাতে ভাইফোঁটা নিয়ে আসবে। কিন্তু গবেষণাগারের প্রধান প্রজ্ঞাসুন্দর কেন যেন কিছুতেই তাকে ওই বিপজ্জনক কাজের অনুমতি দিচ্ছেন না।

টেলিফোনটা বার বার সংকেত দিচ্ছে। অগত্যা যন্ত্রটা চালু করে তুলসী রাগের গলায় বলে, কী চাই?

প্রজ্ঞাসুন্দর বলল, তোর হয়েছেটা কী বল তো! সকাল থেকে কোথায় গিয়ে বসে আছিস? এখানে কত কাজ পড়ে আছে! মহাকাশে কতগুলো গুরুতর পরিবর্তন হয়ে গেল, তথ্যগুলো রেকর্ড করে রাখা দরকার। পৃথিবী থেকে তাগাদা আসছে।

আমার মন ভাল নেই প্রজ্ঞাদা। তোমরা তোমাদের মহাকাশ নিয়ে থাকো। আজকের দিনটা আমাকে ছুটি দাও।

তাই কি হয়? তুই ছাড়া এ-কাজ আর কে করতে পারে? মাত্র একাত্তর লাইট ইয়ার দূরে একটা নক্ষত্র কিছুকাল আগে ফেটে গেল বলে আমাদের যন্ত্রে ধরা পড়েছে।

ধুস, নক্ষত্রটা ফেটেছে তো মিনিমাম একাত্তর বছর আগে। ওরকম কতই ফাটছে। আমার ভাল লাগছে না এসব আকাশী ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে।

লক্ষ্মী ভাইটি! একবার আয়। মহাজাগতিক কম্পন তুই ছাড়া আর যে কেউ বিশ্লেষণ করতে পারে না। তোর মিমিক যন্ত্র তো আর কারও পক্ষে অপারেট করা সম্ভব নয়।

বেজার মুখে তুলসী একটা বোতাম টিপল। তার ক্যাপসুল ছুটতে শুরু করল এবং একটু বাদেই বিশাল মহাকাশ স্টেশনের একটি প্ল্যাটফর্মে এসে নামল।

মহাকাশ স্টেশনটি একটি সূক্ষ্ম কিন্তু ঘাতসহ আবরণ দিয়ে ঢাকা। মহাজাগতিক রশ্মি বা উল্কাপিণ্ড কোনটাই একে আঘাত করতে পারে

BanglaBook.org

না। একশ মাইল চওড়া ও দেড়শ মাইল লম্বা এই মহাকাশ স্টেশনে গবেষণাগার থেকে শুরু করে শস্যক্ষেত্র, পুকুর থেকে শুরু করে ফুটবলের মাঠ সবই আছে। প্রচুর গাছপালা, পাখি, প্রজাপতি, পতঙ্গ, একেবারে প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনা করে রেখেছে। থিয়েটার হল, অপেরা, পার্ক, জিমনাসিয়াম কিছুরই অভাব নেই।

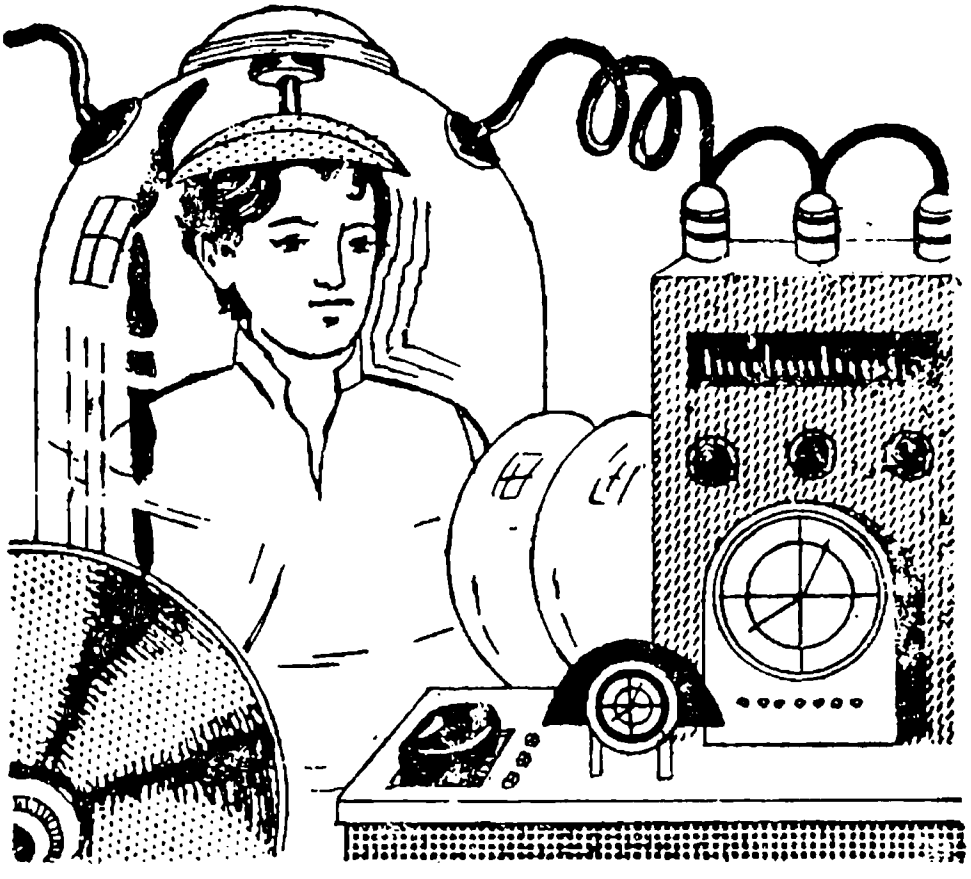

তুলসী তার গবেষণাগারে পৌঁছে মিমিক যন্ত্র দিয়ে বিস্ফোরিত নক্ষত্রটির খবর নিল এবং তথ্য রেকর্ড করে রাখল। তারপর প্রজ্ঞাকে টেলিফোন করে বলল, আমি ছুটি চাই।

ও-বাবা! ছুটি চাস কেন?

আর ভাল লাগছে না, কালই আমি পৃথিবীতে ফিরে যাবো।

প্রজ্ঞা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বুঝেছি তুই ওই ভাইফোঁটা ভুলতে পারছিস না তো! ঠিক আছে, তোকে একদিনের জন্য

BanglaBook.org

জন্মান্তরে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি। কিন্তু যন্ত্রটা এখনও এক্সপেরিমেণ্টাল স্তরে আছে। তুই-ই ওটা আবিষ্কার করেছিস বলে তোকে একটা অগ্রাধিকার দিলাম। পরশু ফিরে আসবি কথা দিয়ে যা।

কথা দিচ্ছি।

তুলসী মহানন্দে তার গবেষণাগারের ভূগর্ভে অত্যন্ত গোপনীয় আর একটা প্রকোষ্ঠে ঢুকল। সেখানে টাইম ক্যাপসুল এবং ডাটা ব্যাংক রয়েছে। তুলসী অনেকক্ষণ ধরে নানা তথ্য বিশ্লেষণ করতে লাগল। নিজের দেহে নানা কম্পন ও তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে ঢুকিয়ে দিতে লাগল ডাটা ব্যাংকে। প্রায় চার পাঁচ ঘণ্টা পর কম্পিউটার একটা তথ্য দিল। ২০১৬ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে বনগ্রামে অমিত চ্যাটার্জি বলে একজন লোক ছিল। সম্ভবত সে-ই তুলসী, আগের জন্মের তুলসীদাস গোঁসাই।

টাইম ক্যাপসুলে ঢুকে নিজেকে পাঁচ শতাব্দী পিছনে নিক্ষেপ করল তুলসী। অভিজ্ঞতাটা নতুন। হু হু করে শরীর বিধানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সব বিবর্তন আবর্তন হয়ে যাচ্ছে। তুলসী হয়ে যাচ্ছে অমিত।

টাইম ক্যাপসুলকে তুলসী চালনা করল পৃথিবীতে। মহাকাশ স্টেশন থেকে এক লহমায় যন্ত্রটি তাকে নামিয়ে আনল পৃথিবীর আকাশে। তবে পাঁচশো বছর আগেকার পৃথিবী, সবুজ গরিব, মধুর পৃথিবী।

বনগ্রাম বা বনগাঁ খুঁজে পেতে দেরি হল না তার। তারিখটাও ঠিক করে নিল।

যন্ত্র থেকে বাইরে এসে যন্ত্রটাকে ভিন্ন কম্পনে অদৃশ্য করে রেখে সে নেমে এল। সে যদি অমিত চ্যাটার্জি হয়ে থাকে তবে আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তার তুলসী সত্তা বিলুপ্ত হয়ে সে পুরোপুরি অমিত চ্যাটার্জির মধ্যে ঢুকে যাবে। তখন শুধু একটা নম্বর মনে থাকবে তার। ওই নম্বরটা তাকে আবার তুলসীদাসে পরিণত করতে এবং পাঁচশো বছর পরবর্তী ভবিষ্যতে ফিরে যেতে সাহায্য করবে।

মাটিতে পা রাখার আগে প্রকম্পিত বুকে কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা

BanglaBook.org

করল সে। তারপর মাটিতে পা রাখল।

সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা ভীষণ কেঁপে উঠল তুলসীর। প্রবল একটা ঝাঁকুনি।

তারপরই সে দেখল, সে একটা আসনে বসে আছে! সামনে ধান দুর্বা প্রদীপে সাজানো থালা। কে যেন শাঁক বাজাচ্ছে, একটি কিশোরী মেয়ে বলে উঠল, এই দাদা? ঘুমোচ্ছিস নাকি? মুখটা তোল।

তুলসী ওরফে অমিত একগাল হাসল। হ্যাঁ এই তো তার বোন শুভ্রা। আজ ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া, ওই তো মা দাঁড়িয়ে আছে।

তুলসী ওরফে অমিত মুখ তুলল, শুভ্রা কী সুন্দর করে যমদুয়ারে কাঁটা দিয়ে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা পরিয়ে দিল। এগিয়ে দিল নাড়ু মোয়া মিষ্টির রেকাবি। পান্‌জাবির কাপড় আর ধুতি।

মহাকাশ স্টেশনে পাঁচশো বছর পরে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু সে কথা পরে। তুলসী মহানন্দে হাসতে লাগল আপাতত। তার সব গবেষণা দারুণভাবে সার্থক। জন্মান্তর এবং সময়সীমা দুইয়েরই রহস্য ভেদ হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

গ্রহান্তরে

জীবনের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে বরুণবাবুর। সকাল থেকে গভীর রাত্রি অবধি খেটেখুটে যা আয় হয় তাতেও সংসারটা ঠিকমতো চালানো যাচ্ছে না। বাড়িতে নিত্য খিটিমিটি লেগেই আছে। ছেলেপুলেগুলো ঠিকমতো মানুষ হচ্ছে না। বাড়িওয়ালা বাড়ি ছাড়ার জন্য চোখ রাঙাচ্ছে। চাকরির জীবন প্রায় শেষ হয়ে এল। আয়ুও কি আর বেশিদিন আছে। বরুণবাবুর খুব ইচ্ছে করে সংসারের ঝামেলা থেকে বিদায় নিয়ে কোনও নির্জন জায়গায় গিয়ে শান্তিতে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে। তিনি টের পাচ্ছেন সংসারের ওপর তাঁর আর কোনও টান বা মোহ নেই। সারাদিনের শেষে বাড়ি ফিরতেও তাঁর ইচ্ছে করে না।

দূরের একটা টিউশানি সেরে শেষ ট্রামে বাড়ি ফিরছিলেন বরুণবাবু। মনটা বড়ই খারাপ। বুড়ো হতে চললেন, অথচ জীবনে একটা দিনও সুখে শান্তিতে কাটিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। নিজের ওপর, সংসারের ওপর, গোটা দুনিয়ার ওপর তাঁর বিরক্তি ধরে গেছে।

ট্রাম ফাঁকা। একেবারেই ফাঁকা। শুধু আর একটা লোক র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে সামনের সিটে বসা। আর কেউ নেই।

হঠাৎ লোকটা ফিরে তাকিয়ে বলল, কেমন আছেন বরুণবাবু?

আর যাই হোক বরুণবাবু স্মৃতিশক্তি খুবই ভাল। লোকটা রীতিমতো সুপুরুষ, বয়স কম, চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যেই হবে। কিন্তু বরুণবাবু কিছুতেই চিনতে পারলেন না।

ভদ্রতা করে বললেন, চলে যাচ্ছে কোনওরকমে। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক—

লোকটা ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে হাসল, চিনতে পারছেন না তো! চেনার কথাও নয়। আপনি জীবনে এই প্রথম আমাকে দেখছেন।

BanglaBook.org

বরুণবাবু অবাক হয়ে বললেন, তাহলে—

লোকটা বলল, আমিও আপনাকে চিনতাম না। এই ট্রামেই আমাদের প্রথম দেখা হলো।

তাহলে আমার নামটা জানলেন কি করে?

লোকটা তেমনি হাসি-হাসি মুখ করে বলে, সেটাও শক্ত কিছু নয়। চেষ্টা করলেই পারা যায়। আপনি যে বরুণ সরকার সেটা অহরহ তো আপনার মনের মধ্যে ভুরভুরি কাটছেই। সেই স্পন্দনটা ধরতে পারলেই হলো।

বরুণবাবু অবাক হয়ে বললেন, অ্যাঁ! স্পন্দন ধরতে পারলেই হলো! সেটাই কি খুব সহজ কাজ?

লোকটি হেসে বলল, চেষ্টা করলেই সহজ। অভ্যাসে কি না হয় বলুন।

আপনি কি থট-রিডার?

লোকটা ভ্রু কুঁচকে বলল, কথাটা মন্দ বলেননি। ওরকমই ধরে নিতে পারেন।

বরুণবাবু একটু আগ্রহের সঙ্গে বললেন, আচ্ছা, আমি এখন কি ভাবছি তা বলতে পারেন?

পারি। আপনি আমার সম্পর্কে ভাবছেন, হুঁ হুঁ বাবা, তুমি একখানি আস্ত বুজরুক।

ও বাবা! আপনি তো সাঙ্ঘাতিক লোক দেখছি।

বললাম তো অভ্যাসে সব হয়। এইমাত্র আপনি ফুলকপির পোড়ের ভাজা আর সোনা মুগডালের কথা ভাবলেন···এইমাত্র ভাবলেন আপনার চলে-যাওয়া ছেলে ছোটকুর কথা এইমাত্র ভাবলেন···

থাক থাক, আর বলতে হবে না। আপনার ঠিকানাটা একটু দিন তো। সময় করে আপনার সঙ্গে একদিন বসতে হবে। আপনি যখন এত জানেন তখন আপনার কাছ থেকে কিছু জেনে নিতে হবে। কোথায় থাকেন আপনি?

BanglaBook.org

লোকটা মিটিমিটি হাসল, আমার ঠিকানা খুঁজে বের করা খুবই কঠিন। আমি অনেক দূরে থাকি। যদি যেতে চান তো আমিই নিয়ে যাবো আপনাকে।

কলকাতা শহরটা আমি টিউশানি করে করে হাতের তেলোর মতো চিনি। এই তো খিদিরপুর থেকে ফিরছি।

কলকাতা চিনলে তো হবে না। আমি যে অনেক দূরের লোক।

কত দূরের?

আপনাদের হিসেবে অন্তত আড়াই হাজার লাইট ইয়ার।

দূর মশাই, আপনি এবার গুল মারতে শুরু করেছেন। ঠিক আছে ঠিকানা না হয় না-ই বললেন, দেখা তো হতে পারে আমাদের।

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, আমি এই সামনে ময়দানে নেমে যাবো। আর দেখা হওয়ার সুবিধে নেই।

ময়দানে নামবেন! সেখানে কি আছে?

সেই কথাই তো বলতে চাইছি। আপনার তো আর সংসার টংসার ভাল লাগছে না, তাই না?

আজ্ঞে না।

বেঁচে থাকার আনন্দটাই আর তেমন টের পাচ্ছেন না!

না। কিন্তু—

দাঁড়ান। আমি সব জানি। আপনাকে তাই একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। বেশ চটপট জবাব দেবেন।

আজ্ঞে সে আর বলতে!

ধরুন যদি আমি আপনার বয়স কমিয়ে দিই, যদি অমর করে দিই, শরীরটা যদি সুস্থ করে, দিই তাহলে কেমন হয়?

উঃ মশাই, এ তো স্বপ্নের কথা বলছেন।

স্বপ্ন নয়। সত্যি আমরা ময়দানে পৌঁছে গেছি। শুভস্য শীঘ্রম। নেমে পড়ুন।

বরুণবাবু একটু দ্বিধা করলেন। নামিয়ে ছিনতাই করবে না তো!

BanglaBook.org

লোকটা বলল, আপনার পকেটে ছ'টাকা পঁচাত্তর পয়সা আছে। হাতঘড়িটা পুরনো, ওটা বেচলে পঁচিশ টাকাও পাওয়া যাবে না। জীবন তার চেয়ে অনেক মূল্যবান। নেমে পড়ুন।

বরুণবাবু নেমে পড়লেন লোকটা আজগুবি কথা বলছে বটে কিন্তু একবার এ গুলবাজকে একটু বাজিয়েই দেখা যাক না।

ময়দানে বেশ ঘোর অন্ধকার। কুয়াশা চেপে পড়েছে। লোকটা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পকেট থেকে রিমোট কন্ট্রোলের মতো একখানা জিনিস বের করে বোতাম টিপতেই সামনে একখানা ডিমের মতো দেখতে মোটরগাড়ির মতো জিনিস দেখা গেল। একখানা অ্যাম্বাসাডার গাড়ির চেয়ে বেশি বড় নয়।

বরুণবাবু সভয়ে বললেন, এটা কি?

আমরা বলি মনোরথ। আলোর গতির চেয়ে মনের গতি অনেক বেশি। এক লহমায় কোটি কোটি লাইট ইয়ার পেরিয়ে যেতে পারে। আমাদের এ গাড়িও তাই।

বলেন কি মশাই! ইয়ার্কি মারছেন না তো!

ইয়ার্কি হলে না হয় কান মলে দেবেন। আসুন।

লোকটা কলকাঠি নেড়ে একটা দরজা খুলল। ভিতরে বিশেষ যন্ত্রপাতি দেখা গেল না। বসার জন্য বেশ আরামদায়ক গদি আছে। শীত বা গরম কিছুই লাগছে না।

বরুণবাবু, আপনাদের খিদে পায়নি তো?

আজ্ঞে না।

পেলেও একটু চেপে রাখুন। একেবারে পৌঁছে খাবারের ব্যবস্থা হবে।

বরুণবাবু দুশ্চিন্তায় একটু ঘামতে লাগলেন।

কোনও ঝাঁকুনি লাগল না, শব্দও হলো না। তবে শরীরটা হঠাৎ খুব হালকা লাগতে লাগল বরুণবাবুর। লোকটা মুখোমুখি বসে হাতের ছোট যন্ত্রটা নিয়ে কি সব যেন করছে।

BanglaBook.org

বরুণবাবু বাইরের দিকে চাইলেন। যা দেখলেন তাতে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। ঘোর অন্ধকার আকাশে বিশাল বড় বড় সব সূর্য দেখা যাচ্ছে, সাঁ সাঁ করে পেরিয়ে যাচ্ছে আশপাশ দিয়ে।

লোকটা একটু হেসে বলল, আমরা এক সেকেণ্ডেই পৌঁছে যেতে পারতাম। ইচ্ছে করেই একটু নীহারিকাটা পাক দিয়ে নিলাম। এসে গেছি।

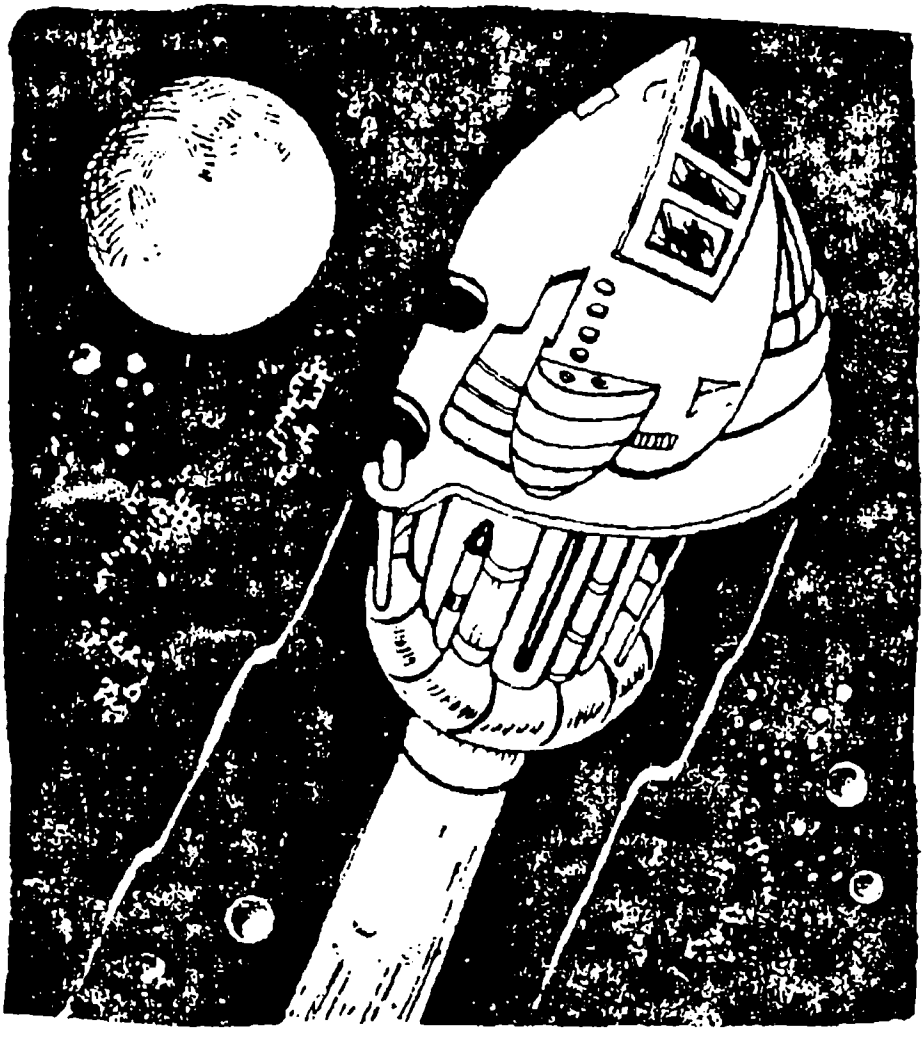

শরীরটা আবার স্বাভাবিক লাগল বরুণবাবুর লোকটা দরজা খুলে বলল, আমাদের গ্রহ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে, বরুণবাবু। আসুন।

বরুণবাবু নামলেন। নেমেই টের পেলেন, পরিষ্কার বাতাসে তাঁর বুক ভরে গেল। অনেক তরতাজা লাগছে নিজেকে। চারদিকে চেয়ে

দেখলেন, বাড়ি-ঘর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। রাস্তাঘাটও নয়। চারদিকে শুধুই নিবিড় জঙ্গল। আকাশে দু'দুটো চাঁদ, তার আলোয় চারদিকটা জ্যোৎস্নায় একেবারে ভেসে যাচ্ছে। বিশাল বড় বড় গাছ যেন মেঘ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের গায়ে মোটা মোটা লতা পাকিয়ে উঠেছে। সুন্দর ফুলের গন্ধে ম-ম করছে।

বরুণবাবু বললেন, এ তো দেখছি শুধুই জঙ্গল!

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, ওপরটা আমরা জঙ্গলের আবরণই রেখে দিয়েছি। তাতে আবহমণ্ডল সুস্থ থাকে। বন্যজন্তুরও অভাব নেই। আমরা থাকি ভূগর্ভে।

এখানে দেখছি শীত নেই!

না। শীত গ্রীষ্ম কিছুই নেই। সব সময়েই বসন্তকাল। তবে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়।

এসব গাছপালা কি পৃথিবীর মতোই?

না। তবে তুলসী, নিম এরকম কিছু গাছ এখানেও পাবেন। আর সব অন্যরকম।

আচ্ছা, আমি তো পৃথিবী থেকে আসছি, আমার কোনও ইনফেকশানের ভয় নেই তো এখানে?

লোকটা হাসল, না। কারণ মনোরথের মধ্যেই আপনাকে সূক্ষ্ম রশ্মি দিয়ে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে। আর আমাদের এই গ্রহে কোনও ক্ষতিকারক জীবাণুই নেই। এখানে কারও কখনও কোনও অসুখ করে না।

কখনো না?

না বরুণবাবু। আমরা সম্পূর্ণ রোগমুক্ত। আমাদের কোনও হাসপাতাল নেই। ওষুধ তৈরি হয় না।

বরুণবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন, কিন্তু হার্ট-অ্যাটাক হলে?

তাও হয় না। আমার চল্লিশ হাজার তিন শো একানব্বই বছর বয়েসে এখনও কোনও অসুখ-বিসুখ হয়নি।

BanglaBook.org

অ্যাঁ! কত বললেন?

চল্লিশ হাজার তিন শো একানব্বই বছর, আপনাদের হিসেবে। অবশ্য আমাদের এখানকার এক বছর আপনাদের সাড়ে তিনশো বছরের সমান।

এই বলে লোকটা হাতের যন্ত্রটা টিপতেই পায়ের নিচে একটা আলোকিত সিঁড়ির মুখ খুলে গেল।

নিচে সারি সারি প্রকোষ্ঠ। লম্বা লম্বা হলঘর। করিডোর। চলন্ত সিঁড়ি। চলন্ত মেঝে। সব ঝকঝক তকতক করছে। কাচের আড়ালে দেখা যাচ্ছে অনেক মানুষ নানা ধরনের অদ্ভুত যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছে।

আপনার নামটি কিন্তু আমাকে বলেননি স্যার।

আমার নাম ধৃতি। আসুন, এই ঘরে।

ঘরটা একটা কাচের বর্তুলাকার চেম্বার। তাঁকে একখানা যন্ত্রের সামনে টুলের মতো জিনিসে বসিয়ে ধৃতি বলল, আপনাদের বয়সটা কমিয়ে দিচ্ছি। কত বছর বয়সে ফিরে যেতে চান?

বরুণবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, পঁচিশ।

ঠিক আছে। বলে ধৃতি একটা বোতাম টিপে তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে চেম্বারের দরজাটা সেঁটে দিল।

কোনও শব্দ নেই, কম্পন নেই। অথচ বরুণবাবু টের পাচ্ছেন তাঁর শরীরের ভিতরে কি যেন একটা হয়ে যাচ্ছে। তিনি বদলে যাচ্ছেন। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর তিনি বুঝতে পারলেন, প্রক্রিয়াটা থেমে গেছে। সামনে একটা ঘষা কাচের পর্দায় বাংলা অক্ষরে এই ক'টা কথা ফুটে উঠল, অভিনন্দন! আপনি এখন পঁচিশ বছরের যুবক।

বরুণবাবু যন্ত্রকেই জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আবার যখন বুড়ো হবো তখন ফের বয়স কমানো যাবে কি?

পর্দায় ফুটে উঠল, আর কখনোই পঁচিশের বেশি বয়স হবে না আপনার। যেমন আছেন তেমনই চিরকাল থাকবেন।

BanglaBook.org

চিরকাল বলতে?

চিরকাল বলতে চিরকাল। ইটারনিটি।

উরেব্বাস। তাহলে কতদিন বাঁচবো?

চিরকাল।

হার্ট অ্যাটাক, ব্লাড পেশার, স্ট্রোক এসব হবে না?

কস্মিনকালেও নয়।

খুব রিচ খাবার খেলেও নয়?

খাবার কেন খাবেন?

খাবো না?

না। আপনার আর কখনও খিদেই হবে না।

বলেন কি?

খিদে হবে না, ঘুম পাবে না, ক্লান্তি আসবে না।

বটে! তাই তো আমার খিদের ভাবটা আর টের পাচ্ছি না, না?

কখনও পাবেন না।

তাহলে পুষ্টি হবে কি করে?

শরীরের ক্ষয় না হলে পুরণেরই বা কি প্রয়োজন?

আচ্ছা জলতেষ্টা পাবে তো?

কেন পাবে?

বাথরুমও তো পাবে, তখন শরীরের জল বেরিয়ে যাবে না?

বাথরুমও পাবে না।

বড় বাইরে বা ছোটো বাইরে কোনওটাই নয়?

না।

ব্যায়াম করার দরকার আছে কি?

করতে পারেন, কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ নেই।

আচ্ছা ধরুন কেউ যদি আমাকে গুলি করে, কি ছোরা মারে বা আমি যদি আগুনে পুড়ে যাই তাহলেও মরব না?

না আমাদের বায়োনিক ল্যাবরেটরির অটোমেটিক মেশিন আবার

BanglaBook.org

আপনার সব কিছু নতুন করে দেবে। আপনি কিছুতেই মারা যেতে পারবেন না এখানে।

ব্যথা তো লাগবে।

তাও লাগবে না। ব্যথার স্নায়ু এখানে আনন্দের তরঙ্গ তোলে, ব্যথার নয়।

ওরে বাবা! এ তো সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড দেখছি!

কিছুই সাঙ্ঘাতিক নয়। খুব সোজা ব্যাপার।

আমি কিন্তু খুব ঘুম-কাতুরে মানুষ।

শুয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু ঘুমানো অসম্ভব।

আর একটা কথা। পৃথিবীতে আমার বউ আর ছেলেপুলে, আত্মীয় আর বন্ধু-বান্ধবেরা আছে, তাদের কথা তো আমার মনে পড়বে।

পড়বে। স্মৃতিঘর বলে একটা চেম্বার আছে। সেখানে গিয়ে আপনি ইচ্ছে করলে যে-কোনও স্মৃতিকে মুছে ফেলতে পারবেন। আবার যে কোনও স্মৃতিকে জাগিয়েও তুলতে পারবেন। আপনার যা ইচ্ছা।

মন যদি খারাপ হয়?

এখানে মন খারাপ হয় না। পাশেই আনন্দ-ঘর আছে। সেখানে গিয়ে আনন্দের মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে নেবেন, তাহলেই হবে।

সবসময়ে আনন্দে থাকতে পারব?

অবশ্যই।

এ সময়ে দরজা খুলে ধৃতি ঘরে ঢুকল। বলল, বাঃ, এই তো যুবক হয়ে গেছেন।

আচ্ছা, আমি যদি আর একটু সুপুরুষ হতে চাই?

কোনও বাধা নেই। আসুন।

এরপর ধৃতি তাঁকে বিভিন্ন ঘরে নিয়ে গিয়ে সুপুরুষ করে দিল। আনন্দের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। পৃথিবীর স্মৃতি খানিকটা আবছা করে দিল।

সব হয়ে যাওয়ার পর বরুণবাবু বললেন, এবার কি হবে ধৃতি?

BanglaBook.org

এখানে তো কিছুই হয় না।

একটা কাজ-টাজ কিছু দেবে না?

কাজ অনেক আছে। সেগুলো সবই যন্ত্র-মানুষেরা করে। ইচ্ছে করলে আপনিও করতে পারেন।

কিন্তু আমি যে ইনজিনিয়ারিং জানি না।

চিন্তা নেই। বলে আর একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে ইনজিনিয়ারিং মস্তিষ্ক চালু করা হলো বরুণবাবুর। তিনি দিব্যি কলকব্জার ব্যাপার বুঝতে শুরু করলেন।

যদি ডাক্তার হতে চাই?

তাও পারেন।

কবি?

তাও।

নাঃ, এ যে দেখছি সব পেয়েছির দেশ। এখানকার মানুষেরা তাহলে বেশ আরামেই আছে বলো! তোফা আছে।

মানুষ! এখানে মানুষও নেই।

ওই যে কত জনকে দেখছি। কাজ-টাজ করছে।

কেউ মানুষ নয়। সব যন্ত্রের তৈরি।

বরুণবাবু আঁতকে উঠে বললেন, বলো কি হে! মানুষ কি তাহলে তুমি একা! অ্যাঁ!

ধৃতি একটু হেসে বলে, তাও নই।

মানে?

আমিও মানুষ নই বরুণবাবু। যন্ত্র মাত্র। এই গ্রহে বহু লক্ষ বছর কোনও মানুষ নেই। একসময়ে ছিল। তাঁরা আমাদের হাতে এই গ্রহ ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য গ্রহে, নীহারিকার ওপাশে অন্য নীহারিকায় চলে গেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য আমাদের একজন মানুষ বড় দরকার ছিল। তাই আপনাকে আনা।

অ্যাঁ!

BanglaBook.org

ভয় পেলেন নাকি?

হ্যাঁ, আমার যে ভয় হচ্ছে।

ওই একটা জিনিসকে আমরা জানতে চাই। ভয়। মানুষের ভয়কে আমরা জয় করতে পারিনি। কেন পারিনি তা জানার জন্যই আপনাকে আনা।

বরুণবাবু হঠাৎ বিকট গলায় বললেন, তাহলে কি এই গ্রহে আমি এক একটা মানুষ!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওরে বাবা রে! আমি কিছুতেই এখানে থাকব না.... কিছুতেই না....ও ভাই ধৃতি শীগগির আমাকে আমার নোংরা পৃথিবীতেই দিয়ে এসো। রোগ-ভোগ বয়স মৃত্যু ওসব নিয়েই আমি থাকতে চাই....ও ভাই ধৃতি, তোমার পায়ে পড়ি...

এসপ্লানেড আ গয়া বাবু। উঠিয়ে।

পটাং করে চোখ মেললেন বরুণবাবু। ট্রাম এসপ্ল্যানেডে এসে গেছে। চোখ কচলে তিনি চারদিকে চাইলেন। যা দেখছেন তা অতি সত্যি। এ কলকাতাই বটে। তিনি পৃথিবীতেই আছেন।

মস্ত একটা স্বস্তির শ্বাস ছাড়লেন তিনি। নেমে পড়লেন। মনটায় বড় আনন্দ হচ্ছে।

শ্যামবাজারমুখো একখানা বাসে উঠে দেখলেন, বেশ লোকজন আছে। প্রথম যার সঙ্গে দেখা হলো তাকেই আনন্দের চোটে বললেন, খুব বাঁচা বেঁচে গেছি মশাই!

লোকটা কিছু বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

BanglaBook.org

মাজন
দন্তরুচি
দাঁতের মাজন
রুচি

মধ্যরাতে টেলিফোনটা এল। শ্যামবাবু বিছানা থেকেই হাত বাড়িয়ে টেলিফোনটা নিয়ে ঘুম জড়ানো গলায় বললেন, কাকে চাই?

আপনাকেই? আপনি শ্যামলাল কানুনগো তো?

আজ্ঞে। কে বলছেন?

আমাকে কি চিনবেন নাম বললে? ভারী জরুরী ব্যাপার। তাই এত রাতে বিরক্ত করতে হল।

শ্যামবাবু পেল্লায় একখানা হাই চেপে বললেন, আজ্ঞে, আমাকে তো এমনিতেই কারও দরকার পড়ে না, তাই নিশুতি রাতে এমন কি দরকার মশাই যে আমার মতো অভাজনের ডাক পড়ল?

অনেককাল আগে আপনি একটা দাঁতের মাজন বিক্রি করে বেড়াতেন, মনে আছে?

শ্যামবাবু ভীষণ চমকে উঠে সত্যিকারের জাগলেন! এতক্ষণ ঘুম ঘুম ভাবটা তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল। চমকে উঠলেন আরও একটা কারণে তাঁর হাতে যে জিনিসটা তিনি দেখতে পাচ্ছেন সে জিনিস তার কোনও কালে ছিল না। বেনেপুকুরের কোনও বাড়িতেই টেলিফোন নেই, এ হল অজ পাড়া গাঁ। অথচ ব্যাপারটা স্বপ্নও নয়। হাতে সত্যিই একটা সাদা রঙের টেলিফোন। কে একজন ওপাশ থেকে দাঁতের মাজনের খবর নিচ্ছে।

শ্যামবাবু অতিশয় উত্তেজিতভাবে বললেন, আমি কি স্বপ্ন দেখছি মশাই? আমার বাড়িতে টেলিফোন এল কি করে? আপনিই বা কে কথা বলছেন?

বললুম তো আমাকে চিনবেন না। দাঁতের মাজনটার খোঁজ নিচ্ছি একটা বিশেষ কারণে। আপনার কাছে কি মাজনটা দু এক শিশি পাওয়া

BanglaBook.org

যাবে?

শ্যামবাবু ভয়ে দুশ্চিন্তায় ঘামছেন। এরকম অদ্ভুত ব্যাপার তিনি জীবনে দেখেননি। যদিও ব্যাপারটাকে তাঁর এখনও স্বপ্ন বলেই মনে হচ্ছে তবু, স্বপ্ন যে এত জ্যান্ত হয় তা তাঁর ধারণাই ছিল না। তিনি কাঁপা গলায় বললেন, আমি পাগল হয়ে যাইনি তো মশাই?

আরে না। পাগল হবেন কেন? আপনি তো সুস্থ মস্তিষ্কেই আছেন। টেলিফোনটা দেখে ঘাবড়াবেন না। আমরা কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে মাঝে মাঝে এরকম টেলিফোন পাঠিয়ে দিই।

কিন্তু কখন দিলেন?

এখনই। আমাদের টেকনোলজি আলাদা। সকালে উঠে দেখবেন, টেলিফোন হাওয়া হয়ে গেছে।

অ। তা কী দরকারটা বলুন তো! আমি বড় ঘাবড়ে যাচ্ছি যে!

ঘাবড়াবার কিছু নেই। আপনি যে মাজনটা তৈরি করতেন তার নাম মনে আছে?

আছে আছে। নাম ছিল দন্তরুচি। অনেক পুরনো একখানা হাতে লেখা পুঁথি থেকে হদিস পেয়ে বিস্তর মেহনত করে সব ভাল জিনিস জোগাড় করে বানিয়েছিলুম। তা এই পোড়া দেশে ভাল জিনিসের কদর আর কে করে বলুন! দন্তরুচি আমি নিজে ঘাড়ে করে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে, হাটে বাজারে, রাস্তায় ফেরি করি। কিন্তু কদর হল না।

কি কি জিনিস সেই মাজনে ব্যবহার করেছিলেন তা কি মনে আছে?

পাগল নাকি? সেও তো একখানা মহাভারত। হাজার বছরের প্রাচীন পুঁথি থেকে টুকে নিয়েছিলুম ফরমুলাটা। কিন্তু যতদুর মনে হয়, একশো আট রকমের জিনিস ছিল তাতে।

মাজনগুলো কত দামে বেচতেন?

হুঁ! দুঃখের কথা কি আর বলব। যা খরচ হয়েছিল তাতে প্রতি

BanglaBook.org

কৌটো মাজনের দাম হওয়া উচিত আশি নব্বই টাকা। কিন্তু অত দামে মাজন আর কে কিনবে? তাই ক্ষতি স্বীকার করেও পাঁচ টাকায় কৌটো বিক্রি করতুম। আশা ছিল, লোকে উপকার পেলে পরে দাম বাড়ানো যাবে।

উপকার পায়নি?

পেলেও এসে আর আমাকে বলেনি। তেমন চাহিদাও তো হল না, মেলা টাকা লোকসান দিয়ে মাজন তৈরি বন্ধ করে দিলুম। কিন্তু আপনি কে আজ্ঞে? হঠাৎ মাঝরাতে খোঁজ করছেন?

শুনুন মশাই। আমরা ভিন্ন জগতের লোক। আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি আমাদের যাতায়াত। আপনার শিয়রের জানালাটা খুললেই দেখতে পাবেন, পুবের মাঠে আমাদের উড়ন্ত চাকি দাঁড়িয়ে আছে। জানালাটা খুলুন।

BanglaBook.org

শ্যামবাবু জানালাটা খুললেন । ওপাশেই একটা ছোট মাঠ। তাতে বাচ্চারা খেলাধুলো করে। মাঠের মাঝখানে একখানা ভারি সুন্দর ডিসের ওপর কাপ যেন কেউ রেখে গেছে। তা থেকে নীলচে একটা আলোর আভা বেরিয়ে আসছে। জিনিসটা আকারে একখানা বড় সড় হলঘরের মতোই হবে।

দেখতে পাচ্ছেন?

আজ্ঞে পাচ্ছি। আমি গরিব মানুষ, আমার কাছে আপনাদের মতো মহাজনের কি দরকার বলুন তো!

আপনি এখন কিসের ব্যবসা করেন?

আজ্ঞে দাদের মলমের। ভাল চলে না।

শুনুন। আমরা পৃথিবীর মানুষ নই ঠিকই তবে আমরাও ব্যবসাদার। আমাদের বাজারও মস্ত বড়। ছায়াপথের ওধার থেকে এধার অবধি অন্তত কয়েক হাজার গ্রহে আমাদের যাতায়াত আছে। ফলাও ব্যবসা। যে গ্রহের যে জিনিসটা ভাল সেটা আমরা অন্য গ্রহে গিয়ে বিক্রি করে আসি। এতদিন আপনাদের এই নোংরা ও বিচ্ছিরি গ্রহের কোনও জিনিসই আমরা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করিনি। কিন্তু এবার আপনার মাজনটা বোধহয় আমরা বানাতে পারব। ফরমুলাটা আছে তো।

শ্যামবাবু উত্তেজনায় খাড়া হয়ে বললেন, আজ্ঞে আছে, আমার জাবদা খাতায় সব জিনিসের খুঁটিনাটি টুকে রাখি।

এখন সেই মাজনের কয়েকটা নমুনা দিতে পারবেন?

পারব। পাটাতনে এখনও চার পাঁচ পেটি মাল পড়ে আছে।

ঠিক আছে। পেটিগুলো নামিয়ে আসুন। তবে অত অল্প মাল দিয়ে তো ব্যবসা হয় না। আমরা আপনাকে ওই চার পাঁচ পেটির জন্য আপাতত দশ লক্ষ টাকা দিয়ে খরিদ করব। মনে রাখবেন ওরকম হাজার হাজার পেটি মাল আমাদের চাই।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অ্যাঁ। দশ লক্ষ! আমি যে অজ্ঞান হয়ে যাবো।

দূর মশাই! আপনার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। আসলে অন্যান্য গ্রহে দাঁতের মাজন খুব ভাল হচ্ছে না। দাঁতের রোগও খুব। আর দেরি করবেন না। মালগুলো নামিয়ে বারান্দায় রাখুন। আমরা তুলে নিচ্ছি।

শ্যামবাবু আর দেরি না করে পাটাতনে উঠে পেটিগুলো নামিয়ে এনে সামনের বারান্দায় রাখলেন। উড়ন্ত চাকি থেকে একটা লম্বা লিভার বেরিয়ে এসে চটপট মালগুলো টেনে নিল ভিতরে। তারপর সেই লিভারটাই একটা মস্তবড় কাগজের প্যাকেট ফেলে গেল তার সামনে। সোঁ করে আকাশে মিলিয়ে গেল চাকিটা।

শ্যামবাবু প্যাকেট খুলে টাকা দেখে ফের ঘামতে লাগলেন। কিন্তু কয়েকমাসের. মধ্যেই তাঁর মাজনের কারখানা একেবারে বড় হয়ে উঠল। প্রতি হপ্তায় পেটি পেটি মাল চালান যায় গ্রহান্তরে। কোটি কোটি টাকা আয় হয় শ্যামবাবুর।